# আল কুরআনের পঠনপদ্ধতি

## প্রচলিত সুর নাকি আবৃত্তির সুর?

গবেষণা সিরিজ-১০

**প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান**

FRCS (Glasgow)

**চেয়ারম্যান**

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
**কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

**যোগাযোগ**
এডমিন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৭৫৫৩০৯৯০৭
দাওয়াহ : ০১৬১০১৯৪৬৯৮, ০১৯৪৪৪১১৫৫১
প্রকাশনা : ০১৯৭৭৩০১৫১০
তথ্য-প্রযুক্তি : ০১৪০৭০৬৩৪৩৪
বিক্রয় : ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮
কালচার এন্ড মিডিয়া : ০১৪০৭০৬৫৭৯৪

ISBN Number : 978-984-35-1389-2

**প্রকাশকাল**
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০১
অষ্টম সংস্করণ : নভেম্বর ২০২৫

**নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা**

**মুদ্রণ ও বাঁধাই**
**মিডিয়া প্লাস**
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০
ই-মেইল : mediaplus140@gmail.com

# সূচিপত্র


| ক্রম | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১ | সারসংক্ষেপ | ৫ |
| ২ | চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ | ৬ |
| ৩ | পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ | ১০ |
| ৪ | মূল বিষয় | ২৩ |
| ৫ | আল কুরআনের পঠনপদ্ধতির বর্তমান অবস্থা | ২৪ |
| ৬ | আল কুরআনের পঠনপদ্ধতির বর্তমান অবস্থার কুফল | |
| ৭ | পড়ার সুরের শ্রেণিবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য | ২৫ |
| ৮ | কুরআন পাঠের সুরের ব্যাপারে ইসলাম | ২৬ |
| ৯ | কুরআনের পঠনপদ্ধতির ব্যাপারে Common sense | |
| ১০ | কুরআনের পঠনপদ্ধতি সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায় | ৩৩ |
| ১১ | কুরআনের পঠনপদ্ধতির বিষয়ে কুরআনে থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত | ৩৪ |
| ১২ | কুরআনের পঠনপদ্ধতির ব্যাপারে আল কুরআনের তথ্য | ৩৯ |
| ১৩ | কুরআনের পঠনপদ্ধতির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায় | ৫০ |
| ১৪ | কুরআনের পঠনপদ্ধতির ব্যাপারে হাদীসের তথ্য | ৫১ |
| ১৫ | কুরআনকে আবৃত্তির সুরে পড়ার পদ্ধতি চালু হলে যে সব কল্যাণ হবে | ৬৩ |
| ১৬ | আল কুরআনে যতিচিহ্ন দেওয়া বৈধ হবে কি না | ৬৫ |
| ১৭ | শেষ কথা | ৬৭ |

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

**তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না,**
**নাকি তাদের মনে তালা লেগে গিয়েছে?**

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

**বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন**

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

# গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

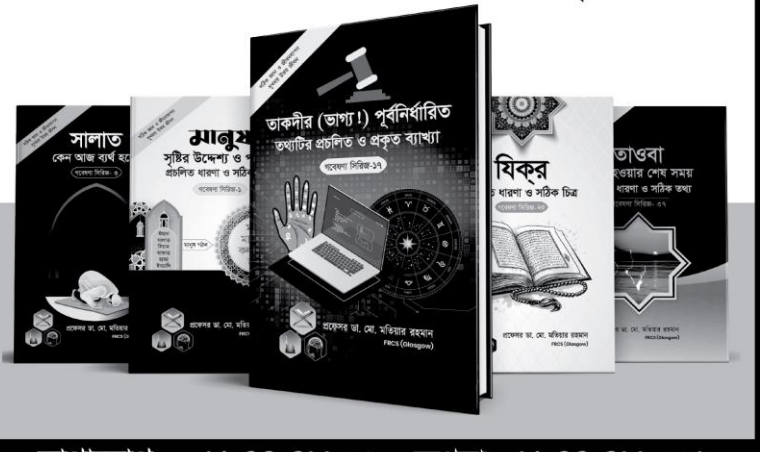




**যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

## সারসংক্ষেপ

পড়ার সুর দুই ধরনের– গানের সুর ও আবৃত্তির সুর। একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়াকে বলে গানের সুর এবং যথাযথ ভাব প্রকাশ করে পড়াকে আবৃত্তির সুর বলে। যে গ্রন্থে বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী বক্তব্য আছে সে গ্রন্থ আবৃত্তির সুরে (ঢঙে) পড়তে হবে, এটি সহজবোধ্য একটি কথা। কারণ, আবৃত্তি তথা যথাযথ ভাব প্রকাশ না করলে অনেক ক্ষেত্রেই অর্থ পাল্টে যায়। আল কুরআনে বিভিন্ন ভাব (প্রশ্ন, আদেশ, ধমক, প্রার্থনা ইত্যাদি) প্রকাশক আয়াত আছে। তাই সহজেই বলা যায়– কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে আবৃত্তির সুরে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রায় সকল মুসলিম কুরআন পড়েন গানের সুরে। এটি সঠিক হচ্ছে কি না তা এক বিরাট প্রশ্ন। পুস্তিকাটিতে কুরআন, হাদীস ও আকল/Common sense/বিবেকের তথ্যের ভিত্তিতে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে। আর সে পর্যালোচনায় যে তথ্য চূড়ান্তভাবে বের হয়ে এসেছে তা হলো– কুরআন পড়তে হবে আবৃত্তির সুরে। অর্থাৎ যেখানে যে ভাব আছে সেখানে সে ভাব প্রকাশের সুরে পড়া।

## চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

**শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!**

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

**ব্যাখ্যা :** কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

**ব্যাখ্যা :** কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

## পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল, Common sense বা বিবেক। তবে উৎস তিনটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আর সে পার্থক্য হলো–

### ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- আকল, Common sense বা বিবেক : জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান।

### খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

#### ১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক ও মূল ব্যাখ্যাকারী।
- সুন্নাহ (রসুল স.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- আকল/Common sense/বিবেক : মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

#### ২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ/ভিত্তি দৃষ্টিকোণ

- কুরআন : মানদণ্ড জ্ঞান।
- সুন্নাহ : কুরআনের অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- আকল/Common sense/বিবেক : বুনিয়াদ বা ভিত্তি জ্ঞান।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য (গবেষণা সিরিজ-৪২)' নামক বইটিতে। আলোচ্য পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের পর্যালোচনা–

## ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি

### ১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থ। তাই কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। আমাদের গবেষণা মতে, সে মূলনীতি ১০টি। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।

২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।

৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।

৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।

৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।

৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।

৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।

১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। আবার একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। এ বিষয়টি আল্লাহ প্রদত্ত ৩টি উৎসের প্রত্যেকটির ব্যাপারেই প্রযোজ্য। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন

রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি, প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের অবস্থান হলো–

**অবস্থান-১**

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

**অবস্থান-২**

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

**অবস্থান-৩**

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

**অবস্থান-৪**

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

**অবস্থান-৫**

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

**২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি**

আমাদের গবেষণা মতে, সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের ৪টি মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

### ৩. আকল, Common sense বা বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস আকল, Common sense বা বিবেক ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবনবিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে। Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। মূলনীতি দুটোর শিরোনাম হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

## খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় আছে। তবে নিম্নের দুটি উদাহরণ সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা প্রবাহচিত্রটি অতি সহজে বুঝা যায়। সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। কুরআনের আয়াতও আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। তাই কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

**উদাহরণ-১**

- ❑ **চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র**

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

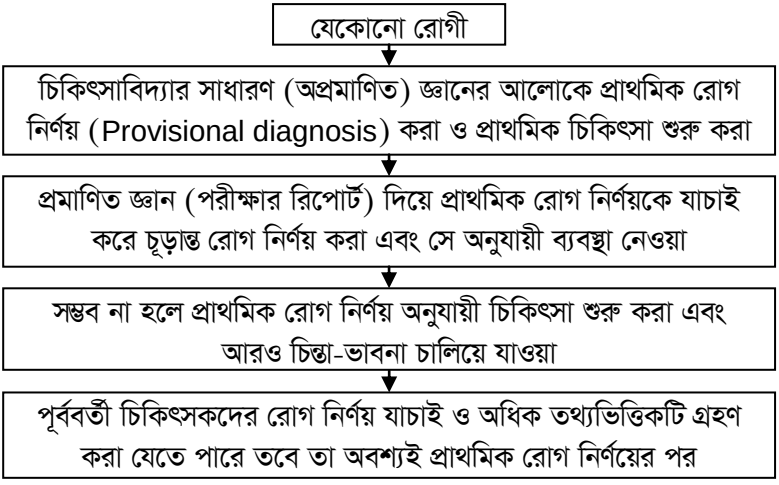


**উদাহরণ-২**

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

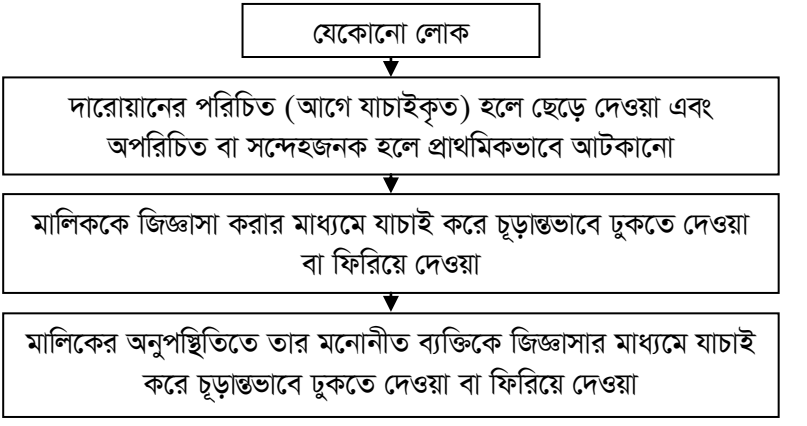

উদাহরণ ২টির লক্ষণীয় বিষয় হলো–

১. জ্ঞানার্জনের (সিদ্ধান্তে পৌঁছার) দুটি স্তর আছে। প্রাথমিক স্তর ও চূড়ান্ত স্তর।

২. প্রাথমিক স্তরে ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হয়। যাদের ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান আছে তারা সবাই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে পারে।

৩. এরপর মূল প্রমাণিত জ্ঞান (মালিক) দিয়ে প্রাথমিক রায়কে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সাধারণ জ্ঞান শেখা ব্যক্তিগণ কর্তৃক নেওয়া প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত বিচারে সঠিক বলে গৃহীত হয়।

৫. মালিক অনুপস্থিত থাকা সময়ে প্রাথমিক রায়কে মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৬. মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে প্রাথমিক রায় অনুযায়ী নেওয়া ব্যবস্থা ও আরও চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যেতে হয়।

৭. সবশেষে পূর্ববর্তী ব্যক্তি বা মনীষীদের মতামত যাচাই করতে হয়।

মহান আল্লাহও জ্ঞানার্জনের জন্য সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস দিয়েছেন। আর নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

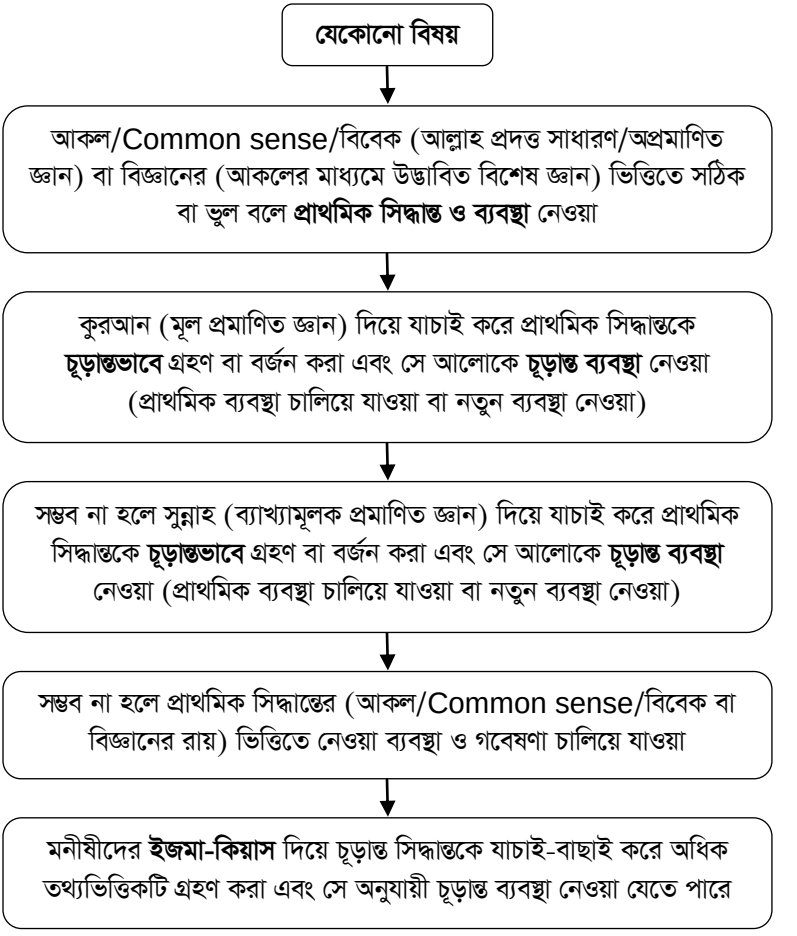


## বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর

ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ......... 

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

**ব্যাখ্যা :** দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

## কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ, হিকমাধারী বা মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল, Common sense বা বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

অন্যদিকে কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবনবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

**কুরআন**

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

... ... ... অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

**ব্যাখ্যা :** আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল বা সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

**হাদীস**

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

*আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল।

আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এ কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

**ব্যাখ্যা :** হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের আকল/বিবেক/Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের আকলের বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।
৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।
৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।


কুরআনের আরবী আয়াত সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

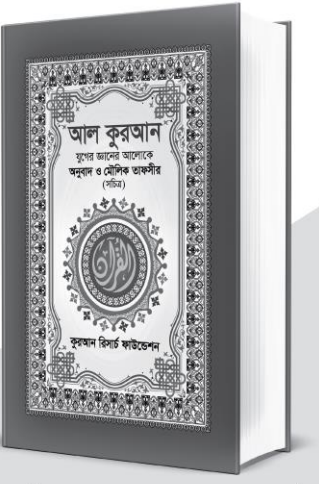


আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

## মূল বিষয়

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম ভাব প্রকাশ না করে সুর দিয়ে কুরআন পড়ে। এ পদ্ধতিটা ব্যাপকভাবে চালু হওয়ার কারণ হলো– তারা কোনোভাবে জানে যে, ঐ পদ্ধতিতে কুরআন পড়তে আল কুরআন ও সুন্নাহ আদেশ বা উপদেশ দিয়েছে। পদ্ধতিটা এমন যে, কুরআন অর্থ ছাড়া বা না বুঝে পড়তে কোনো অসুবিধা হয় না। কুরআন পড়ার এ পদ্ধতির সাথে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি কথাটি ইসলামসম্মত বলে চালু থাকার কারণে অধিকাংশ মুসলিম অর্থ ছাড়া কুরআন পড়ছে। তাই কুরআন পড়েও তারা কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকছে।

কুরআনের জ্ঞানার্জন করা সকল মুসলিমের ১ নং কাজ বা সবচেয়ে বড়ো ফরজ (অবশ্য পালনীয় কর্তব্য)। আর কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা শয়তানের ১ নং কাজ তথা সকল মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **'মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ'** (গবেষণা সিরিজ-৪) নামক বইটিতে। তাই সহজেই বলা যায়, কুরআনের বর্তমান পঠনপদ্ধতি ও অর্থ না বুঝে কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি কথাটি কুরআনের জ্ঞান থেকে মুসলমানদের দূরে রাখতে অর্থাৎ ইবলিসকে তার ১ নং কাজে সফল হতে দারুণভাবে সাহায্য করছে।

অর্থ না বুঝে কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকি কথাটি কুরআন ও হাদীসে সরাসরি কোথাও নেই। এটি একটি দুর্বল হাদীসের অসতর্ক ব্যাখ্যা যা কুরআন, অনেকগুলো শক্তিশালী হাদীস ও আকল/Common sense/ বিবেক বিরোধী। বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে **'ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব'?** (গবেষণা সিরিজ-৭) নামক বইটিতে।

বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense অনুসন্ধান করে দেখা যে– সেখানে আল কুরআনের পঠনপদ্ধতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কী কী নির্দেশনা আছে। তারপর সে অনুযায়ী যাচাই করে দেখা যে, অধিকাংশ মুসলিম যে পদ্ধতিতে কুরআন পড়ছে তা কুরআন, হাদীস ও Common sense-ভিত্তিক কি না? আর না হলে সঠিক পঠনপদ্ধতি কী হবে তা জাতির সামনে উপস্থাপন করা।

## আল কুরআনের পঠনপদ্ধতির বর্তমান অবস্থা

**অবস্থা-১**

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম কুরআন পড়েন ভাব প্রকাশ ছাড়া সুর করে। পদ্ধতিটার বৈশিষ্ট্য–

১. অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়তে অসুবিধা হয় না।
২. ভাব প্রকাশ করে পড়ার তুলনায় মনের ভক্তি, বিশ্বাস, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদির পরিবর্তন কম হয়।
৩. কুরআন পড়তে পড়তে মানুষ ঘুমিয়ে যায়।

**অবস্থা-২**

কুরআনের বর্তমান পঠনপদ্ধতিতে প্রচলিত উচ্চারণকে এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় যে, বহু অনারব মুসলিম উচ্চারণ শিখতে শিখতে জীবন কাটিয়ে দেয় কিন্তু অর্থ বোঝার দিকে এগোয় না।

## আল কুরআনের পঠনপদ্ধতির বর্তমান অবস্থার কুফল

আল কুরআনের পঠনপদ্ধতির বর্তমান অবস্থার যে সকল কুফল বর্তমান মুসলিম বিশ্বে পরিলক্ষিত হয় তা হলো–

১. অধিকাংশ মুসলিম অর্থ না বুঝে কুরআন পড়ছে।
২. অধিকাংশ মুসলিম বেশি সওয়াব পাওয়ার জন্য অর্থ ছাড়া কুরআন বারবার খতম দিচ্ছে।
৩. অধিকাংশ মুসলিম কুরআন পড়েও কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকছে।
৪. কুরআন পড়ার সময় অধিকাংশ মুসলিমের মনের আবেগ-অনুভূতির যথাযথ পরিবর্তন হচ্ছে না।
৫. অনেক মুসলিম কুরআন পড়ে ও ঘুমায়।

এ সকল কারণে সার্বিকভাবে মুসলিমদের দুনিয়া ও পরকালীন জীবন ব্যর্থ হচ্ছে।

## পড়ার সুরের শ্রেণিবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য

পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টি বোঝা সহজ হবে যদি পড়ার সুরের শ্রেণিবিভাগ আগে জেনে ও বুঝে নেওয়া যায়। পড়ার সুর প্রধানত দুভাগে বিভক্ত–

ক. গানের সুর।

খ. আবৃত্তির সুর।

### গানের সুরের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য

১. ভাব প্রকাশ না করে সুর করে পড়া যায়।

২. সুরের গুরুত্ব বক্তব্যবিষয়ের গুরুত্বের সমান বা অধিক থাকে।

৩. অর্থ না জেনেও সুর দেওয়া যায়।

## বর্তমানে প্রায় সকল মুসলিম এ ধরনের সুর করেই আল কুরআন পড়ে। অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম গানের সুরে কুরআন পড়ে।

### আবৃত্তির সুরের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য

১. বক্তব্যের ধরনের ওপর ভিত্তি করে সুরের ধরন পরিবর্তন হয়।

২. বক্তব্যবিষয়ের গুরুত্ব সুরের গুরুত্বের চেয়ে অনেক বেশি।

৩. অর্থ না জানা থাকলে এ সুর দেওয়া অসম্ভব বা কঠিন।

## বর্তমানে এ ধরনের আবৃত্তির সুর করে কুরআন পড়া মুসলিমের সংখ্যা প্রায় শূন্যজন।

## কুরআন পাঠের সুরের ব্যাপারে ইসলাম

এখন আমরা আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) ও আকল/Common sense/বিবেকের তথ্যের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করবো কুরআন পাঠের সুরের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে।

## কুরআনের পঠনপদ্ধতির ব্যাপারে Common sense

Common sense (আকল/বিবেক) হলো আল্লাহ প্রদত্ত একটি জ্ঞানের উৎস। জ্ঞানের যে উৎসটি মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে সকল মানুষকে দিয়েছেন এবং যেটি যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে বলে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সুরা ইউনুসের ১০০ নং আয়াতের মাধ্যমে। উৎস হিসেবে ব্যবহার করার সময় সকলকে Common sense ব্যবহারের মূলনীতি সার্বক্ষণিকভাবে সামনে রাখতে হবে। আমাদের গবেষণামতে, সে মূলনীতি হলো দুটি। যথা–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত বা সাধারণ জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।

২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-৪২), **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)'** (গবেষণা সিরিজ-১২) এবং **'ইসলামী জীবনবিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক বই তিনটিতে।

এখন সকলের কাছে সবসময় বিদ্যমান থাকা এ উৎসটির বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন তিলাওয়াতের সুর কী হতে পারে তা পর্যালোচনা করবো–

**দৃষ্টিকোণ-১**

**❑ বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী বাক্য থাকা গ্রন্থ পড়ার দৃষ্টিকোণ**

একটি গ্রন্থে বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী (আদেশ, নিষেধ, প্রশ্ন, ধমক, বিনয়, প্রার্থনা ইত্যাদি) বাক্য থাকলে ঐ গ্রন্থে যেখানে যে ভাব আছে সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে তথা আবৃত্তি করে না পড়া Common sense-বিরোধী কাজ। আল কুরআনে বিভিন্ন ধরনের ভাব প্রকাশকারী বাক্য (আয়াত) আছে। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে সহজে বলা যায়– আল কুরআন পড়তে হবে যথাযথ ভাব প্রকাশের সুর করে তথা আবৃত্তির সুরে।

**দৃষ্টিকোণ-২**

**❑ ভাষার সংজ্ঞার দৃষ্টিকোণ**

ভাষার সংজ্ঞা হলো মনের ভাব প্রকাশ করা, শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলা নয়। তাই ভাষার সংজ্ঞা অনুযায়ী বিভিন্ন ভাবের বক্তব্যধারণকারী গ্রন্থ কুরআন পড়তে হবে যথাযথ ভাব প্রকাশক সুর দিয়ে। একই ভঙ্গিতে সুর করে নয়।

**দৃষ্টিকোণ-৩**

**❑ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়ার প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার দৃষ্টিকোণ**

শুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন পড়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সঠিক অর্থ প্রকাশ পাওয়া। যেমন– قُلْ অর্থ বলো এবং كُلْ অর্থ খাও। ভাব প্রকাশ না করে সঠিক উচ্চারণে কুরআন পড়লেও অর্থ পাল্টে যায় তথা শুদ্ধ উচ্চারণের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। তার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ–

**উদাহরণ-১**

'আপনি যাবেন না' বাক্যটি যদি যথাযথ ভাব প্রকাশ করে পড়া না হয় তবে তার অর্থ হবে– কাউকে যেতে নিষেধ করা। আর যদি ভাব প্রকাশ করে পড়া হয় তবে বাক্যটির অর্থ হবে– কাউকে যাওয়ার জন্য তাকিদ দিয়ে বলা।

**উদাহরণ-২**

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا ... ... ...

বলো, আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কোনো রবের অনুসন্ধান করবো? ... ..
(সুরা আল আন'আম/৬ : ১৬৪)

**ব্যাখ্যা :** এই আয়াতটি যদি সঠিক ভাব প্রকাশ না করে পড়া হয় তবে তার অর্থ হবে কারো কাছে জানতে চাওয়া যে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য রব অনুসন্ধান করবে কি না। আর সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়লে তার অর্থ দাঁড়াবে– আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো রব কখনই অনুসন্ধান করবো না।

**উদাহরণ-৩**

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ.

আল্লাহ কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

(সুরা আত ত্বীন/ ৯৫ : ৮)

**ব্যাখ্যা :** এ আয়াতটি যদি সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়া না হয় তবে তার অর্থ দাঁড়াবে এটা জানতে চাওয়া যে– কে সব থেকে বড়ো বিচারক। আল্লাহ, না অন্য কেউ? আর যদি আয়াতটি সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়া হয় তবে তার অর্থ হবে দৃঢ়তার সাথে বলা যে, আল্লাহই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক।

**উদাহরণ-৪**

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.

আমাদেরকে (জীবন পরিচালনার) স্থায়ী পথটি প্রদর্শন করুন।

(সুরা আল ফাতিহা/১ : ৫)

**ব্যাখ্যা :** এ আয়াতটি হচ্ছে আল্লাহর কাছে একটি প্রার্থনা। তাই আয়াতটি কোমল, বিনয় ও প্রার্থনার সুরে পড়তে হবে। কেউ যদি আয়াতটি আদেশের সুরে পড়ে তবে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে– তাকে সঠিক পথ দেখাতে আল্লাহকে আদেশ করা। এটা গুনাহের কাজ হবে।

**উদাহরণ-৫**

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ.

তাদের বলা হবে– জাহান্নামের দরজাগুলোতে প্রবেশ করো, তাতে স্থায়ীভাবে থাকো। সুতরাং কতই না নিকৃষ্ট অহংকারীদের বাসস্থান।

(সুরা আয যুমার/৩৯ : ৭২)

**ব্যাখ্যা :** আয়াতটিতে কাফিররা জাহান্নামের গেটে পৌঁছলে গেটের পাহারাদার ফেরেশতারা শেষ পর্যায়ে যা বলবে তা জানানো হয়েছে। ফেরেশতারা কাফিরদের জাহান্নামে প্রবেশ করার এবং সেখানে চিরকাল থাকার কথা বলবে। পরকালে কাফিরদের সাথে সবসময় কঠোর ব্যবহার করা হবে। কোনো সময় কোমল ব্যবহার করা হবে না। তাই এখানে ফেরেশতাদের

কথাগুলো হবে আদেশ ও ধমকের সুরে। সুতরাং আয়াতটি তিলাওয়াত করার সময় আদেশ ও ধমকের ভাব প্রকাশ না করে কোমল ও বিনয়ের ভাব প্রকাশ করলে পরকালের অবস্থা যথাযথভাবে প্রকাশ পাবে না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল কুরআন যথাযথ ভাব প্রকাশের সুর করে তথা আবৃত্তির সুরে পড়তে হবে।

**দৃষ্টিকোণ-৪**

**❑ মনের ভাবের যথাযথ পরিবর্তন হওয়ার দৃষ্টিকোণ**

কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিপ্লবী কবিতা ভাব প্রকাশের সুর দিয়ে পড়লে বা শুনলে মনের অবস্থা তথা বিশ্বাস, ভক্তি, আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়, ফলে ঘুম ভেঙে যায়। আর ঐ কবিতা একই ভঙ্গিতে সুর করে তথা গানের সুরে পড়লে মানুষ ঘুমিয়ে যায়। তাই কুরআন ভাব প্রকাশের সুর করে পড়লে বা শুনলে কুরআনের বক্তব্যের প্রতি মনের বিশ্বাস, ভক্তি, আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ঘুম ভেঙে যায়। আর একই ভঙ্গিতে সুর করে তথা গানের সুরে পড়লে মানুষ ঘুমিয়ে যায়। তাই Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আল কুরআন যথাযথ ভাব প্রকাশের সুর করে তথা আবৃত্তির সুরে পড়তে হবে।

**দৃষ্টিকোণ-৫**

**❑ কুরআন নাযিলের পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ**

কুরআন নাযিল হয়েছে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বক্তব্য আকারে। তাই কুরআনের পঠনপদ্ধতির ধরন হবে বক্তব্য প্রদানের মতো তথা ভাব প্রকাশ করে উপস্থাপন করার মতো। গানের মতো তথা একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়ার মতো নয়।

**দৃষ্টিকোণ-৬**

**❑ বিভিন্ন ভাষার বর্ণ, উচ্চারণ ও ভাব প্রকাশের দৃষ্টিকোণ**

বিভিন্ন ভাষার বর্ণ ও উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু ভাব প্রকাশের ধরন অভিন্ন। এ তথ্যের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– কথা বলা ও পড়ার সময় উচ্চারণের তুলনায় ভাব প্রকাশ করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ তথ্যের ভিত্তিতেও সহজে বলা যায়– বিভিন্ন ভাবের বক্তব্যধারণকারী গ্রন্থ কুরআন পড়ার ক্ষেত্রে উচ্চারণের তুলনায় যথাযথ ভাব প্রকাশ করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

**দৃষ্টিকোণ-৭**

**❑ যেকোনো ভাষার একটি এলাকার উচ্চারণে ঐ ভাষার সকল মানুষের কথা না বলার দৃষ্টিকোণ**

আরবীসহ কোনো ভাষার একটি এলাকার উচ্চারণে ঐ ভাষার সকল মানুষ কথা বলে না। কারণ, এটি আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম (প্রাকৃতিক আইন/তাকদীর) বিরোধী। কুরআন পাঠের প্রচলিত আরবী উচ্চারণে কথা বলে শুধু কুরাইশ বংশের মানুষ। তাই পৃথিবীর অনারব ও আরব সব দেশের মুসলিমদের প্রচলিত আরবী উচ্চারণ তথা কুরাইশী উচ্চারণে কুরআন পড়া আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম বিরোধী।

**দৃষ্টিকোণ-৮**

**❑ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা শিখে কথা বলার দৃষ্টিকোণ**

একজন ইংরেজ বা আরব বাংলা শিখে কথা বলার সময় উচ্চারণে অনেক ভুল করে। এতে বাংলাদেশীরা অখুশি হয় না বরং খুশি হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাই বলা যায়– একজন অনারব আরবী শিখে কুরআন পড়ার সময় উচ্চারণে অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল করলে আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই অখুশি হবেন না।

**দৃষ্টিকোণ-৯**

**❑ উচ্চারণ সঠিক না হলেও পুরো বাক্য পড়লে বা শুনলে অর্থ বোঝা যাওয়ার দৃষ্টিকোণ**

উচ্চারণ সঠিক না হলেও পুরো বাক্য পড়লে বা শুনলে বাক্যটির অর্থ বোঝা যায়। আবার শব্দের অর্থ জানা থাকলে উচ্চারণে কিছু ভুল থাকলেও পুরো আয়াত পড়লে বা শুনলে আয়াতটির অর্থ বোঝা যায়।

**দৃষ্টিকোণ-১০**

**❑ মুখে উচ্চারণ না করেও মনের কথা প্রকাশ করতে পারার দৃষ্টিকোণ**

মুখে কথা না বলেও অঙ্গভঙ্গির (Body Language) মাধ্যমে মনের কথা প্রকাশ করা সম্ভব। যেমন– মূকাভিনয়। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও উচ্চারণের তুলনায় ভাব প্রকাশ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

**দৃষ্টিকোণ-১১**

**❑ মু'মিনের জীবন ব্যর্থ হওয়া এবং শয়তানকে ব্যাপক সহায়তার দৃষ্টিকোণ**

মু'মিন হলো সেই ব্যক্তি যে ইসলাম পালন করে দুনিয়া ও পরকালীন জীবনে সফল হতে চায়। আর শয়তান হলো সেই সত্তা যে মু'মিনের উভয় জীবনকে ব্যর্থ করে দিতে চায়।

▪ কুরআনের বৈশিষ্ট্য–

১. ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ।

২. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

৩. ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় এবং ১টি মাত্র অমৌলিক বিষয় (তাহাজ্জুদের সালাত) কুরআনে উল্লেখ আছে।

৪. কলেবর (Volume), হাদীস ও ফিক্‌হগ্রন্থের চেয়ে অনেক ছোটো।

তাই কুরআন পড়ে যত সহজে, কম সময়ে এবং নির্ভুলভাবে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় জানা যায় এবং ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যায় হাদীস, ফিক্‌হ বা অন্যগ্রন্থ পড়ে তা মোটেই সম্ভব নয়।

▪ কুরআন তিলাওয়াতে গানের সুরের (প্রচলিত সুর) বৈশিষ্ট্য–

১. সুরের গুরুত্ব বক্তব্যবিষয়ের গুরুত্বের সমান বা অধিক।

২. অর্থ না জেনেও কুরআন পড়তে অসুবিধা হয় না।

৩. উচ্চারণ শুদ্ধ থাকলেও যথাযথ ভাব প্রকাশ না হওয়ায় অর্থ পাল্টে যায়।

৪. অর্থ না বুঝে এ সুরে কুরআন পড়লে সুরের কারণে মনের ভাবের (বিশ্বাস, ভক্তি, আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি) তেমন পরিবর্তন হয় না বা সামান্য পরিবর্তন হলেও তা অর্থবহ হয় না।

৫. অর্থ বুঝেও এ সুরে কুরআন পড়লে মনের অবস্থার যথাযথ পরিবর্তন হয় না।

▪ অন্যদিকে আবৃত্তির সুরে কুরআন তিলাওয়াতের বৈশিষ্ট্য হলো–

১. সুরের গুরুত্বের চেয়ে বক্তব্যবিষয়ের গুরুত্ব অধিক।

২. এ সুর প্রয়োগ করার জন্য অর্থ বুঝতে হয়।

৩. উচ্চারণে কিছু ভুল হলেও অর্থ বোঝা যায়।

৪. মনের আবেগ, অনুভূতি, ভক্তি, বিশ্বাস ইত্যাদির যথাযথ পরিবর্তন হয়।

তাই সহজে বলা যায়, আবৃত্তির সুরে কুরআন পাঠ মু'মিনকে দুনিয়া ও পরকালীন জীবনে সফল হতে সহায়তা করে। আর গানের সুরে কুরআন পাঠ মু'মিনের উভয় জীবন ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য শয়তানকে দারুণভাবে সহায়তা করে। তাই কুরআনকে পড়তে হবে আবৃত্তির সুরে। প্রচলিত সুর তথা গানের সুরে নয়।

**দৃষ্টিকোণ-১২**

**❑ ভাষার লিখিতরূপ সব এলাকায় অভিন্ন হওয়ার দৃষ্টিকোণ**

একটি ভাষায় কথা বলা বিভিন্ন এলাকার মানুষের উচ্চারণ ভিন্নভিন্ন কিন্তু বর্ণের লিখিতরূপ সব এলাকায় অভিন্ন থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়– পৃথিবীর

বিভিন্ন ভাষার দেশ বা একই ভাষার দেশের বিভিন্ন এলাকায় কুরআন পাঠের উচ্চারণ ভিন্ন হলেও কুরআনের লিখিতরূপ সব এলাকায় অভিন্ন থাকবে।

♦♦ Common sense-এর উল্লিখিত দৃষ্টিকোণসমূহের ভিত্তিতে অতি সহজে বলা যায়–

১. আল কুরআন পাঠ করতে হবে সঠিক ভাব প্রকাশ করে তথা আবৃত্তির সুরে। প্রচলিত সুর তথা গানের সুরে নয়।

২. অর্থ জানার চেষ্টা না করে এক বিশেষ আরব এলাকার নিখুঁত উচ্চারণ শিখতে শিখতে জীবন কাটিয়ে দেওয়া অবশ্যই সঠিক নয়।


হাদীসের সনদ ও মতন
উভয়টি বিচার বিশ্লেষণ করে
সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী যুগোপযোগী ব্যাখ্যাসহ

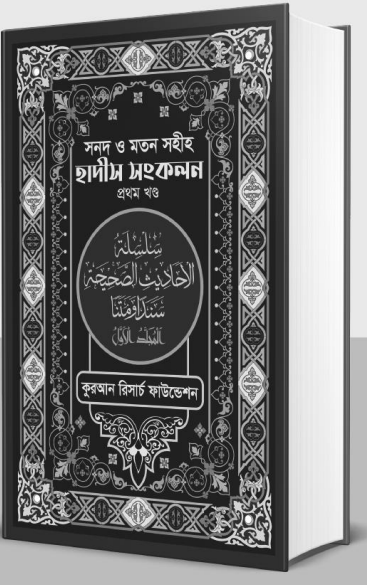


সনদ ও মতন সহীহ
ছাদীস সংকলন
প্রথম খণ্ড

## কুরআনের পঠনপদ্ধতি সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়

১৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী একটি বিষয় সম্পর্কে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায় যে, আল কুরআনের পঠনপদ্ধতির ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো–

১. আল কুরআন পাঠ করতে হবে সঠিক ভাব প্রকাশ করে তথা আবৃত্তির সুরে। প্রচলিত সুর তথা গানের সুরে নয়।

২. অর্থ জানার চেষ্টা না করে এক বিশেষ আরব এলাকার নিখুঁত উচ্চারণ শিখতে শিখতে জীবন কাটিয়ে দেওয়া অবশ্যই সঠিক নয়।

## কুরআনের পঠনপদ্ধতির বিষয়ে কুরআনে থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত

একটি বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নায় থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি পূর্বশর্ত মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মানবসভ্যতাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য হারিয়ে যাওয়ার কারণে বর্তমান মুসলিম জাতি ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নায় থাকা প্রকৃত তথ্য খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞান ও আমল কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বহু দূরে। এ কারণে বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনের সরাসরি বক্তব্য হলো–

**তথ্য-১**

... ... ... فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

... ... ... প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন; যা অবস্থিত (ব্রেইনের) সম্মুখ অংশে (Fore brain)।

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

**ব্যাখ্যা :** মানুষের মনে অবস্থিত আকল/Common sense/বিবেকে একটি বিষয়ে আগে থেকে ধারণা না থাকলে বিষয়টি দেখে বা শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজিতে বলা হয় এভাবে– What mind does not know eye will not see.

এ বিষয়ে সহজ একটি উদাহরণ হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের রোগ নির্ণয় বিষয়টি। রোগের লক্ষণ (Symptoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রোগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা কোনো চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব নয়। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রকে ভালোভাবে শিখিয়ে দেওয়া হয়। আর সকল চিকিৎসক তাদের প্রতিদিনের জীবনে তথ্যটির সত্যতার প্রমাণ বাস্তবে দেখে।

তাই এ আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায়– একটি বিষয় সম্পর্কে সম্মুখব্রেইনে (Fore brain) থাকা জ্ঞানের শক্তি Common sense-এ আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। আর তাই এ আয়াত অনুযায়ী– একটি বিষয় ও তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে Common sense-এ আগে থেকে ধারণা থাকা ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত।

প্রশ্ন আসতে পারে– কুরআনে উল্লেখ থাকা সকল বিষয় সম্পর্কে ধারণা বা জ্ঞান মানুষের Common sense-এ আছে কি? না, তা নেই। তবে প্রকৃত বিষয় হলো– Common sense নামক জ্ঞানের শক্তিটিতে আল্লাহ জন্মগতভাবে ইলহামের মাধ্যমে কিছু বুনিয়াদি/ভিত্তি (Basic) জ্ঞান দিয়ে দিয়েছেন। এ বুনিয়াদি জ্ঞান হলো সাধারণ নৈতিকতা/বান্দার হক/ মানবাধিকারের বিষয়গুলো। যেমন– সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা খারাপ, পরোপকার করা ভালো, কারো ক্ষতি করা খারাপ, ঘুষ খাওয়া অন্যায় ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়। এ তথ্যটা আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰهَا. فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا.

আর শপথ মানুষের মনের (অন্তর/Mind) এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি আকল/Common sense/বিবেক)।

(সুরা আশ শামস/৯১ : ৭, ৮)

অন্যদিকে Common sense-কে উৎকর্ষিত করা যায়। কীভাবে সেটি করা যায় তা আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ... ... ...

তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা এমন মনসম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতে পারতো এবং এমন কানসম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো। ...

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

**ব্যাখ্যা :** আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– পৃথিবী ভ্রমণ করলে মানুষ কুরআন (ও সুন্নাহ) সঠিকভাবে বোঝার মতো Common sense, দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো– পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা সত্য উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense

উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন (ও সুন্নাহ) পড়ে বা শুনে তার প্রকৃত শিক্ষা সহজে বুঝতে পারে। বর্তমানে জ্ঞানার্জনের উপায় হিসেবে দেশভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে–

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি) বই পড়া
- ইন্টারনেট ব্রাউজ করা
- Geographic channel দেখা
- Discovery channel দেখা

**তথ্য-২**

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ... ... ...

হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ সচেতন হও তবে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদেরকে (ভুল ও সঠিক) পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন। ... ... ...

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২৯)

**ব্যাখ্যা :** আল্লাহ সচেতন হওয়ার উপায়সমূহ হলো– কুরআন-সুন্নাহ অধ্যয়ন, দেশভ্রমণ, বিজ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাসের বই পড়া, Geographic ও Discovery channel দেখা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করা। আয়াতটি থেকে জানা যায়– ওপরোল্লিখিত উপায়ে জ্ঞানার্জন করে আল্লাহ সচেতন হতে পারলে মানুষের Common sense উৎকর্ষিত হয়। তাই এ সকল আয়াত থেকে জানা যায়– ওপরোল্লিখিত উপায়সমূহের মাধ্যমে নিজ Common sense-কে যে যত উৎকর্ষিত করতে পারবে সে কুরআন (ও সুন্নাহ) তত ভালো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।

## আল কুরআনের পঠনপদ্ধতি সম্পর্কে Common sense-এর তথ্য তথা ইসলামের প্রাথমিক রায় আমাদের মাথায় আছে। তাই এখন আমাদের পক্ষে বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনে থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। কিন্তু একটি বিষয়ে কুরআনে থাকা দু-একটি তথ্য খুঁজে পেলেই ঐ বিষয়ে কুরআনের রায় জানা হয়ে গেল বিষয়টি মোটেই এমন নয়। কুরআনের তথ্য ব্যবহার করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতি (Principle) অবশ্যই জানতে হবে।

**কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতি**

একটি বিষয়ে কুরআনের অনেক তথ্য জানা থাকলেও কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতি জানা না থাকলে সে বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনের রায় বের করতে

শতভাগ ব্যর্থ হবে। বিষয়টি ঠিক তদ্রূপ যেমন একজন সার্জারি চিকিৎসকের সার্জারির অনেক তথ্য জানা আছে কিন্তু তার সার্জারির মূলনীতি (Principle of surgery) জানা নেই। এ ধরনের সার্জনের করা সকল অপারেশন শতভাগ ব্যর্থ হবে। তাই কুরআন থেকে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতিসমূহ সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে।

কুরআন তাফসীর (ব্যাখ্যা) করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি (উসূল) আল কুরআন ও সুন্নায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সে নীতিমালা বর্তমান সময়ের মুসলিমরা হারিয়ে ফেলেছে। তাই ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে তাদের জ্ঞান কুরআন থেকে বহু দূরে। আমাদের গবেষণামতে, কুরআন তাফসীরের মূলনীতি নিম্নের ১০টি–

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআনবিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান–

**অবস্থান-১**

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব না।

**অবস্থান-২**

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

**অবস্থান-৩**

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অর্থের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

**অবস্থান-৪**

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীর গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

**অবস্থান-৫**

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি, প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) এবং **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বই দুটিতে।

কুরআনের পঠনপদ্ধতি সম্পর্কে Common sense-এর তথ্য তথা ইসলামের প্রাথমিক রায় এবং কুরআনের জ্ঞানার্জনের মূলনীতি এখন আমাদের মাথায় আছে। চলুন এখন কুরআনের পঠনপদ্ধতি বিষয়ে আল কুরআনে কী কী তথ্য আছে তা খোঁজা এবং সে তথ্য ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা অনুযায়ী বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায় জানার চেষ্টা করা যাক।

# কুরআনের পঠনপদ্ধতির ব্যাপারে আল কুরআনের তথ্য

**তথ্য-১**

কুরআন অনুযায়ী মু'মিনের ১ নং কাজ হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করা এবং শয়তানের ১ নং কাজ হলো কুরআনের জ্ঞান থেকে মানুষকে দূরে রাখা। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'মু'মিনের এক নম্বর কাজ ও শয়তানের এক নম্বর কাজ'** (গবেষণা সিরিজ-৪) নামক বইটিতে।

কুরআন তিলাওয়াতের প্রচলিত সুর তথা গানের সুরের বৈশিষ্ট্য হলো–

১. সুরের গুরুত্ব বক্তব্যবিষয়ের গুরুত্বের সমান বা অধিক।
২. অর্থ না জেনেও কুরআন পড়তে অসুবিধা হয় না।
৩. উচ্চারণ শুদ্ধ থাকলেও অর্থ পাল্টে যায়।
৪. অর্থ না বুঝে এ সুরে কুরআন পড়লে সুরের কারণে মনের ভাবের (বিশ্বাস, ভক্তি, আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি) সামান্য পরিবর্তন হলেও তা অর্থহীন।
৫. অর্থ বুঝেও এ সুরে কুরআন পড়লে মনের অবস্থার যথাযথ পরিবর্তন হয় না।

অন্যদিক আবৃত্তির সুরে কুরআন তিলাওয়াতের বৈশিষ্ট্য হলো–

১. বক্তব্যবিষয়ের গুরুত্ব সুরের গুরুত্বের চেয়ে অধিক।
২. অর্থ না জেনে এ সুর প্রয়োগ করা অসম্ভব বা কঠিন।
৩. উচ্চারণে কিছু ভুল হলেও অর্থ বোঝা যায়।
৪. মনের আবেগ, অনুভূতি, ভক্তি, বিশ্বাস ইত্যাদির যথাযথ পরিবর্তন হয়।

তাই সহজে বলা যায়– আবৃত্তির সুরে কুরআন অধ্যয়ন মু'মিনকে দুনিয়া ও পরকালীন জীবনে সফল হতে সহায়তা করে। গানের সুরে কুরআন পড়া মু'মিনের উভয় জীবনকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য শয়তানকে দারুণভাবে সহায়তা করে। আর তাই কুরআনকে পড়তে হবে আবৃত্তির সুরে। প্রচলিত সুর তথা গানের সুরে নয়।

**তথ্য-২**

আল কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ কুরআনে সর্বসাকুল্যে তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। শব্দ তিনটি হলো–

১. ইকরা' (اِقْرَأْ)। এ শব্দটির উৎপত্তি قرائة শব্দ থেকে।

২. উত্লু (اُتْلُ)। এ শব্দটির উৎপত্তি تلاوة শব্দ থেকে।

৩. রত্তিল (رَتِّلْ) । এ শব্দটির উৎপত্তি تَرْتِيْل শব্দ থেকে।

তাই আল কুরআনের সঠিক পঠনপদ্ধতি হবে এ তিনটি শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ যে পদ্ধতি বুঝিয়েছেন সেটি।

Milton Cowan সম্পাদিত **মু'জাম আল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ আল মুয়াসিরাহ** (A Dictionary of Modern Written Arabic) হচ্ছে আরবী ভাষায় একটি বিখ্যাত অভিধান। সেই অভিধানে থাকা শব্দ তিনটির অর্থ হলো–

**কিরাআত (قِرَائَة)**

- to declaim- বক্তৃতা বা আবৃত্তির ঢঙে কথা বলা, বক্তৃতার ঢঙে আবৃত্তি করা।
- to read- পাঠ করা, উপলব্ধি করা, নির্ণয় করা, অর্থ উদ্ধার করা, বুঝতে পারা।
- to pursue- মনোযোগের সাথে পাঠ করা, পর্যবেক্ষণ করা, শিক্ষা দেওয়া।
- to study- অধ্যয়ন করা, বিচারবিবেচনা করা, জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের জন্য মনোনিবেশ করা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা, উদ্ভাবন করা, কাম্য বস্তুর জন্য মনোযোগ সহকারে সাধনা করা, ধ্যান করা, চিন্তাভাবনা করা।
- to search- সন্ধান করা, গভীরভাবে পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, তন্নতন্ন করে খোঁজা।

তাহলে আভিধানিক দিক থেকে কিরাআত (قِرَائَة) শব্দের পঠনপদ্ধতি বিষয়ক অর্থ হলো বুঝে বুঝে মনোযোগ সহকারে বক্তৃতার ঢঙে আবৃত্তি করা। আর আভিধানিক দিক থেকে শব্দটির যে অর্থটা কোনোভাবেই হয় না তা হলো– একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া তথা গানের সুরে পড়া।

**তিলাওয়াত (تِلَاوَة)**

- to read- পাঠ করা, উপলব্ধি করা, নির্ণয় করা, অর্থ উদ্ধার করা, বুঝতে পারা।

- to read out loud- উচ্চস্বরে পাঠ করা।
- to recite- আবৃত্তি করা।
- to follow- অনুসরণ করা, মেনে চলা, বুঝতে পারা।
- to ensue- অনুসরণ করা।
- to succeed- উত্তরাধিকারী হওয়া, উন্নতি লাভ করা।

তাহলে আভিধানিক দিক থেকে তিলাওয়াত (تِلَاوَة) শব্দের পঠনপদ্ধতি বিষয়ক অর্থ হলো– বুঝে বুঝে আবৃত্তি করা। আর আভিধানিক দিক থেকে এ শব্দটির যে অর্থ কোনোভাবেই হয় না তা হলো– একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া তথা গানের সুরে পড়া।

**রতালা (رَتَّلَ)**

تَرْتِيْل (তারতীল) শব্দ থেকে রত্তিল رَتِّلْ শব্দটির উৎপত্তি। এ শব্দটি কুরআনে এসেছে সুরা ফুরকানের ৩২ নং এবং সুরা মুযযাম্মিলের ৪ নং আয়াতে। আরবী অভিধানে رَتَّلَ শব্দের যে অর্থগুলো পাওয়া যায় তা হলো–

- to be tidy- সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, পরিপাটি, যথাযথভাবে সাজানো।
- to be neat- সুরুচিসম্পন্ন, চমৎকার, খাঁটি, অবিমিশ্র, যথাযথ, দক্ষ, ফিটফাট, ছিমছাম।
- to be well ordered- সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, নির্ভুল হওয়া।
- to be reguler- নিয়মানুগ হওয়া, আইনানুগ হওয়া, প্রথানুগ হওয়া।
- to praise elegantly- পরিচ্ছন্ন, মার্জিত, সুরুচিপূর্ণ, আড়ম্বরপূর্ণ বা চমৎকারভাবে প্রশংসা করা।
- recite in a singsong recitation- সুর করে আবৃত্তি করা।
- to hymn- স্তুতিগান গাওয়া।

তাহলে আভিধানিক দিক থেকে রতালা (رتل) শব্দের পঠনপদ্ধতি বিষয়ক অর্থ হলো– নিয়মানুগভাবে সুর করে আবৃত্তি করা। অর্থাৎ যথাযথ আবৃত্তির সুরে পড়া।

♣♣ সুতরাং দেখা যায়– আল কুরআনের পঠনপদ্ধতি কী হবে তা জানানোর জন্য মহান আল্লাহ যে তিনটি শব্দ কুরআনে ব্যবহার করেছেন আভিধানিক দিক থেকে তার যে সব অর্থ হয় তা হলো–

১. আবৃত্তির ঢঙে পড়া, অর্থাৎ ভাব প্রকাশ করে কথা বলার ঢঙে পড়া।
২. সাধারণভাবে আবৃত্তি করে পড়া, অর্থাৎ সাধারণভাবে ভাব প্রকাশ করে পড়া।
৩. যথাযথভাবে ভাব প্রকাশের সুরে পড়া অর্থাৎ আবৃত্তির সুরে পড়া।

তাই আল কুরআনের পঠনপদ্ধতি কী হবে তা জানানোর জন্য মহান আল্লাহ যে তিনটি শব্দ কুরআনে ব্যবহার করেছেন তার আভিধানিক অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনের পঠনপদ্ধতি কোনোভাবেই একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া তথা গানের সুরে পড়া হয় না। বরং তা হয় যথাযথভাবে ভাব প্রকাশসহ পড়া অর্থাৎ আবৃত্তির সুরে পড়া।

**তথ্য-৩**

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

আমরা যাদের কিতাব দিয়েছি (তাদের মধ্যে) যারা তিলাওয়াতের হক আদায় করে তা তিলাওয়াত করে তারাই শুধু তাতে ঈমান রাখে। আর যারা তা অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১২১)

**ব্যাখ্যা :** কুরআন আল্লাহর কিতাব। তাই আয়াতটির প্রথমাংশের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যারা 'হক' আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে তারাই শুধু কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে। কিন্তু আল কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ বলেছেন, তাঁর নির্দেশিত কোনো কাজ সমান গুরুত্বের ওজরের কারণে না করলে গুনাহ হবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে/খুশিমনে করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

তাই আয়াতটির প্রথমাংশের ভিত্তিতে বলা যায় যে– যারা ইচ্ছাকৃতভাবে হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে না তারা কুরআনে বিশ্বাস করে না। তথ্যটি আরো শক্তিশালী করার জন্য আয়াতটির শেষাংশের মাধ্যমে সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যারা হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে না তারা ক্ষতিগ্রস্ত তথা বড়ো গুনাহগার।

যেকোনো ব্যাবহারিক গ্রন্থ পড়ার প্রধান ৪টি হক হলো–

১. সঠিক পঠনপদ্ধতিতে পড়া।
২. অর্থ বোঝা বা তার জ্ঞানার্জন করা।
৩. গ্রন্থের বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা অর্থাৎ আমল করা।
৪. অন্যের কাছে সে জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া অর্থাৎ তার দাওয়াত দেওয়া।

পড়ার এ চারটি হকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হলো সঠিক অর্থ বোঝা। কারণ–

১. অর্থ পাল্টে যায় বলেই সঠিক পঠনপদ্ধতিতে পড়তে হয়।

২. অর্থ না জানলে আমল করা সম্ভব নয়।

৩. অর্থ না জানলে সে জ্ঞান অন্যকে জানানো সম্ভব নয়।

৪. পড়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। পড়ার উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান অর্জিত হওয়া।

তাই পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাবহারিক (Applied) গ্রন্থ আল কুরআন পড়ার প্রধান ৪টি হক হবে–

১. সঠিক পঠনপদ্ধতিতে পড়া।

২. অর্থ বুঝে পড়ার মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞানার্জন করা।

৩. কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী আমল করা।

৪. দাওয়াতের মাধ্যমে অন্য মানুষের কাছে কুরআনের জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া।

আর কুরআন তিলাওয়াতের এ চারটি হকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হলো সঠিক অর্থ বোঝা। কারণ–

- অর্থ পাল্টে যায় বলেই সঠিক পঠনপদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াত করতে হয়।
- অর্থ না জানলে কুরআন অনুযায়ী আমল করা সম্ভব নয়।
- অর্থ না জানলে কুরআনের জ্ঞান অন্যকে জানানো তথা দাওয়াত দেওয়া সম্ভব নয়।
- কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। সে উদ্দেশ্য হলো কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জিত হওয়া।

তাহলে আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী– যারা ইচ্ছাকৃতভাবে তথা কোনো ওজর ছাড়া ওপরের ৪টি হকের একটিও অমান্য করে কুরআন তিলাওয়াত করে তারা কুরআনে বিশ্বাস করে না। তাই অন্য তিনটি হকের মতো সঠিক পঠনপদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

পঠনপদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ হলো–

১. উচ্চারণ

২. ভাব প্রকাশ

৩. সুর

৪. সঠিক স্থানে থামা

৫. সঠিক স্থানে সঠিক পরিমাণে টান দেওয়া।

**পঠনপদ্ধতির উল্লিখিত ৫টি দিকের পর্যালোচনা–**

**১. উচ্চারণ**

এটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো– উচ্চারণ সঠিক না হলে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। এটা আরবী ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

**২. ভাব প্রকাশ**

সঠিক ভাব প্রকাশ না হলে উচ্চারণ সঠিক হলেও অর্থ পাল্টে যায়। বিষয়টি নিয়ে Common sense-এর তথ্য বিভাগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

**৩. সুর**

সুর গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো– এটি মানুষের মনের আবেগ তথা বিশ্বাস, ভক্তি, ভালোবাসা, উদ্দীপনা, ভয়, রাগ ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটায়। আবেগ পরিবর্তন হওয়ার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গান ও আবৃত্তির সুরের অবস্থান–

- গানের সুর অর্থ জানা ছাড়াও প্রয়োগ করা সম্ভব। কিন্তু আবৃত্তির সুর অর্থ জানা না থাকলে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।
- অর্থ বুঝে গাওয়া গানের সুরে মনের আবেগের পরিবর্তন হলেও সেটি আবৃত্তির সুরের পরিবর্তনের তুলনায় অনেক কম। এর সহজ উদাহরণ হলো কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা। এ কবিতা গানের সুরে পড়লে মানুষ ঘুমিয়ে যায়। আর আবৃত্তির সুরে পড়লে মানুষের ঘুম ভেঙে যায় এবং রক্ত গরম হয়ে উঠে।
- অর্থ না বুঝে গাওয়া গানের সুরে মনের আবেগের কিছু পরিবর্তন হলেও সে পরিবর্তন অর্থবহ হয় না।

**৪. সঠিক স্থানে থামা**

এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো– সঠিক স্থানে বিরতি না দিলে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায়। এটা সকল ভাষার জন্যই প্রযোজ্য।

**৫. সঠিক স্থানে সঠিক পরিমাণে টান দেওয়া**

এটা আরবী ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এক আলিফ টানের স্থানে সঠিক পরিমাণ টান না দিলে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায়। আর তিন বা চার আলিফ টান শুধু পাঠকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য।

♣♣ পঠনপদ্ধতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উপস্থাপিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়–

- যথাযথ ভাব প্রকাশিত না হলে শুদ্ধ উচ্চারণসহ পঠনপদ্ধতির অন্যান্য দিকগুলোর উদ্দেশ্য (কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জিত হওয়া) ব্যর্থ হয়ে যায়।
- সঠিক ভাব প্রকাশের গুরুত্ব সঠিক উচ্চারণের গুরুত্বের তুলনায় অনেক বেশি।

তাই আলোচ্য আয়াতটির আলোকে সহজে বলা যায়–

১. কুরআনকে যথাযথ ভাব প্রকাশ করে তথা আবৃত্তির সুরে পড়তে হবে।

২. ইচ্ছাকৃতভাবে তথা কোনো ওজর ছাড়া আবৃত্তির সুরে কুরআন তিলাওয়াত না করা তথা গানের সুরে পড়া কুফরী ধরনের গুনাহ।

**তথ্য-৪**

... ... ... وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ... ... ...

... ... ... আর যখন তাঁর আয়াত তাদের সম্মুখে তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। ... ... ...

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২)

**ব্যাখ্যা :** ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই মহান আল্লাহ এখানে বলেছেন– প্রকৃত মু'মিনদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করলে তাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস বেড়ে যায়। একটি গ্রন্থের পড়া শুনে যদি শ্রবণকারীর জ্ঞান এবং বিশ্বাস বাড়ে তবে ঐ গ্রন্থ পড়লে পাঠকারীর জ্ঞান এবং বিশ্বাসও অবশ্যই বাড়বে। তাই এ আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে সহজে বলা যায়–

১. কুরআনের পঠনপদ্ধতি গানের সুর হবে না। কারণ–
   - গানের সুর অর্থ না জেনেও প্রয়োগ করা যায়। তাই যারা অর্থ না জেনে গানের সুরে কুরআন পড়ে তাদের জ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা, অনুভূতি ইত্যাদি বাড়ে না।
   - অর্থ জানা থাকলেও গানের সুরে পড়লে আবৃত্তির সুরের তুলনায় মনের আবেগ-অনুভূতির পরিবর্তন কম হয়।

২. কুরআন পঠনপদ্ধতি হবে আবৃত্তির সুরে। কারণ–
   - আবৃত্তির সুর প্রয়োগ করতে হলে অর্থ বুঝতে হয়।
   - এ সুরে যথাযথ ভাব প্রকাশ করতে হয়। তাই এটিতে জ্ঞান ও মনের আবেগ তথা বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা, অনুভূতি ইত্যাদি যথাযথ মানে বৃদ্ধি পায়।

**তথ্য-৫**

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৯৮)

**ব্যাখ্যা :** মহান আল্লাহ সালাত, সিয়াম বা অন্য কোনো কাজ শুরু করার আগে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইতে উপদেশও দেননি। কিন্তু এ আয়াতের মাধ্যমে তিনি কুরআন পড়া শুরু করার সময় শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে আদেশ দিয়েছেন। এ তথ্য জানার পরও কেউ যদি কুরআন পড়া শুরু করার আগে ইচ্ছাকৃতভাবে আউজুবিল্লাহ না পড়ে তবে তার আল্লাহর আদেশ অমান্য করার গুনাহ তথা কবীরা গুনাহ হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এ কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন– সালাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমল থেকে দূরে সরানো শয়তানের কাজ। তবে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরানো শয়তানের সবচেয়ে বড়ো কাজ। তাই আল্লাহ যদি সাহায্য না করেন তবে কুরআন পড়েও কেউ কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জন করতে পারবে না। যেটি শয়তানের সবচেয়ে বড়ো কাজ সেটিই সবচেয়ে বড়ো গুনাহ। তাই মহান আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমেও জানিয়ে দিয়েছেন সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা।

ইসলামে গুনাহর কাজে সহায়তা করাও গুনাহ। তাই এ আয়াতের ভিত্তিতে কুরআনের পঠনপদ্ধতির বিভিন্ন সুরের অবস্থান হলো–

- **প্রচলিত সুর তথা গানের সুর**

  অর্থ না জেনেও প্রচলিত সুর তথা গানের সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা যায়। অর্থাৎ পড়ার এ পদ্ধতিতে মানুষ কুরআন পড়ার পরও কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকে। ফলে এ সুরে কুরআন পড়লে শয়তানের সবচেয়ে বড়ো কাজটিতে সফল হবে। তাই এ সুরে কুরআন পড়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

- **আবৃত্তির সুর**

  এ সুরে কুরআন তিলাওয়াত করতে হলে অর্থ বুঝতে হয়। অন্যদিকে এ সুরে মনের আবেগেরও যথাযথ পরিবর্তন হয়। ফলে এ সুরে কুরআন পড়লে শয়তানের সবচেয়ে বড়ো কাজটি ব্যর্থ হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী আবৃত্তি করেই কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে।

**তথ্য-৬**

... ... ... وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا.

... ... ... আর কুরআন পাঠ করো যথাযথভাবে।

(সুরা আল মুযযাম্মিল/৭৩ : ৪)

**ব্যাখ্যা :** রতল এবং তারতীল শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো যথাযথভাবে আবৃত্তির সুরে পড়া। তাই আয়াতটিতে কুরআনকে যথাযথভাবে আবৃত্তির সুরে পড়তে বলা হয়েছে। আর তাই আয়াতটি অনুযায়ী কুরআনের পঠনপদ্ধতি হবে আবৃত্তির সুরে তথা যথাযথ ভাব প্রকাশ করে তিলাওয়াত করা।

**তথ্য-৭**

وَاتْلُ مَآ أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ... ... ...

আর তুমি তোমার প্রতি ওহী হিসেবে প্রেরিত তোমার রবের কিতাব থেকে তিলাওয়াত করো। ... ... ...

(সুরা আল কাহাফ/১৮ : ২৭)

**ব্যাখ্যা :** তিলাওয়াত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো আবৃত্তি/ভাব প্রকাশ করে পড়া। তাই আয়াতটিতে কুরআনকে ভাবপ্রকাশ করে পড়তে বলা হয়েছে। আর তাই আয়াতটি অনুযায়ী কুরআনের পঠনপদ্ধতি হবে আবৃত্তি তথা ভাব প্রকাশ করে পড়া।

**তথ্য-৮**

... ... ... فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ... ... ...

... ... ... সুতরাং তোমরা (সালাতে) কুরআন থেকে ততটুকু قَرَأَ করো যতটুকু সহজসাধ্য হয়। ... ... ...

(সুরা আল মুযযাম্মিল/৭৩ : ২০)

**ব্যাখ্যা :** قَرَأَ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বক্তৃতার ঢঙে আবৃত্তি করা। তাই আয়াতটিতে কুরআনকে বক্তৃতার ঢঙে আবৃত্তি করতে বলা হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত অনুযায়ী কুরআনের পঠনপদ্ধতি হবে বক্তৃতার ঢঙে আবৃত্তি করে পড়া।

**তথ্য-৯**

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ. فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ.

(হে নবী) তোমার জিহ্বাকে তার (ওহীর) সাথে নাড়াবে না, তা (ওহী বা কুরআন) তাড়াতাড়ি (মুখস্থ) করার জন্য। নিশ্চয় এটি মুখস্থ এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি তখন তুমি এর পঠনের (পঠনপদ্ধতির) অনুসরণ করো। অতঃপর এর ব্যাখ্যার দায়িত্বও নিশ্চয় আমাদের।

(সুরা আল কিয়ামাহ/৭৫ : ১৬-১৯)

**ব্যাখ্যা :** কুরআন নাযিলের সময় প্রথম দিকে রসুল স. স্বাভাবিক মানবীয় কারণে দুটি কাজ করতেন–

১. ভুলে যাওয়ার ভয়ে জিবরাঈল আ.-এর কাছ থেকে আয়াত শোনার সাথে সাথে মুখস্থ করে নেওয়ার জন্য বারবার পড়তেন।
২. নতুন যে শব্দটি শুনতেন তার সঠিক তাৎপর্য তাড়াতাড়ি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতেন।

রসুল স.-এর এ প্রবণতার প্রেক্ষিতে তাঁকে তিনটি কথা জানানো হয়েছে–

১. কুরআনের আয়াত শোনার সাথে সাথে সেটা তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে নেওয়া বা তার সঠিক তাৎপর্য বুঝে নেওয়ার জন্য ব্যস্ত না হতে।
২. কুরআনের আয়াতকে মুখস্থ করিয়ে দেওয়া এবং তার সঠিক তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর।
৩. জিবরাঈল আ. যখন কুরআন পড়েন তখন মনোযোগ সহকারে তাঁর পঠনপদ্ধতির দিকে খেয়াল রাখতে।

বক্তব্যটির ধরন পর্যালোচনা করলে সহজে বোঝা যায়– এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহ রসুল স.-কে সামনে রেখে সকল মুসলিমকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মুখস্থ করা ও ব্যাখ্যা বোঝার মতো কুরআনের পঠনপদ্ধতিটিও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পঠনপদ্ধতি সঠিক না হলে সেই পড়ার মাধ্যমে সঠিক অর্থ প্রকাশ পাবে না এবং মনের ভাবেরও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হবে না।

জিবরাঈল আ.-এর কুরআনের পঠনপদ্ধতি কী ছিল তা কুরআনে সরাসরি উল্লেখ নেই। তবে হাদীস শরীফে সে ব্যাপারে সরাসরি তথ্য আছে (পরে আসছে)। সে হাদীসে জিবরাঈল আ.-এর কুরআনের পঠনপদ্ধতির ব্যাপারে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা পঠনপদ্ধতির ব্যাপারে কুরআনে উল্লিখিত শব্দ তিনটি (কিরাআত, তিলাওয়াত এবং রতল) থেকে ভিন্নতর। কিন্তু সে শব্দটিরও আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আবৃত্তি করা। অর্থাৎ ভাব প্রকাশ করে পড়া। তাই আয়াতটির ব্যাখ্যার ব্যাপারে হাদীসের সাহায্য নিলে কুরআনের পঠনপদ্ধতির ব্যাপারে যে তথ্য বের হয়ে আসে সেটিও হচ্ছে আবৃত্তি করা বা ভাব প্রকাশ করে পড়া।

**তথ্য-১০**

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا . ... ...

হে মানুষ! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে, অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। ... ... (সুরা আল হুজুরাত/৪৯ : ১৩)

**ব্যাখ্যা :** আয়াতটির মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করার পেছনে থাকা একটি মূল কারণ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে কারণটি হলো– এক দেশ বা এলাকার মানুষ অপর দেশ বা এলাকার মানুষদের সহজে চিনতে পারা। বাংলাদেশের ঢাকা, খুলনা, সিলেট, চট্টগ্রাম ইত্যাদি এলাকার লোকেরা যদি একই উচ্চারণে কথা বলে তবে তারা কে কোন এলাকার তা অবশ্যই চেনা যাবে না। তাই একটি বিশেষ এলাকার আরবী উচ্চারণে সারা বিশ্ব, সকল আরব দেশ বা একটি আরব দেশের সকল এলাকার মানুষের কুরআন পড়া এ আয়াতের বক্তব্যের শিক্ষার বিপরীত।

তাই প্রচলিত উচ্চারণে (কুরাইশী উচ্চারণ) সারা বিশ্ব, সকল আরব দেশ বা একটি আরব দেশের সকল এলাকার মানুষের কুরআন পড়া এ আয়াতের শিক্ষার বিপরীত। আর তাই এ আয়াত অনুযায়ী বিভিন্ন দেশ বা এলাকার মানুষদের কুরআন তিলাওয়াতের উচ্চারণে কিছু পার্থক্য থাকা ইসলামে বৈধ। অন্যদিকে কুরআনের আরবী আয়াতের লিখিতরূপের পরিবর্তন হতে দেবেন না বলে মহান আল্লাহর জানিয়ে দিয়েছেন সুরা হিজরের ৯ নং আয়াতের মাধ্যমে।

**উল্লিখিত আয়াতসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা**

উল্লিখিত আয়াতসমূহের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়–

১. কুরআনকে পড়তে হবে আবৃত্তির সুরে। অর্থাৎ যেখানে যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে সে ভাব প্রকাশের সুর করে।
২. একই ভঙ্গিতে সুর করে তথা গানের সুরে কুরআন পড়ার পদ্ধতি কুরআন বিরোধী পদ্ধতি।

## কুরআনের পঠনপদ্ধতির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (পৃষ্ঠা নং ১৭) অনুযায়ী কোনো বিষয় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। ওপরে আলোচ্য বিষয়ে কুরআনের তথ্য পর্যালোচনা করে স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায়ই হবে কুরআনের পঠনপদ্ধতির বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– কুরআন পড়তে হবে যেখানে যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে অর্থাৎ আবৃত্তির সুরে।


বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অতি সহজে এবং অল্প সময়ে
কুরআন তিলাওয়াত শেখার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি

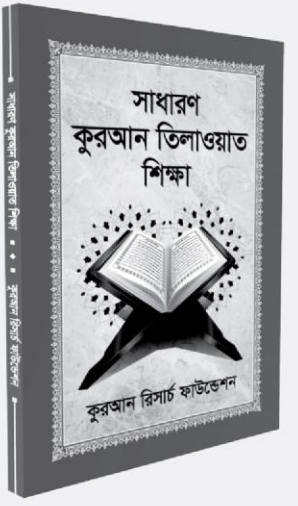


কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

## কুরআনের পঠনপদ্ধতির ব্যাপারে হাদীসের তথ্য

১৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense ও কুরআনের তথ্যের ভিত্তিতে যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় তবে ঐ বিষয়ে হাদীস পর্যালোচনা না করলেও চলে। এটি এ জন্য যে–

- যে বিষয় কুরআনে আছে সে বিষয়ের অনুরূপ বা সমর্থনকারী বক্তব্য হাদীসে অবশ্যই থাকবে। কারণ, সুরা নাহলের ৪৪ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– রসুল স.-এর দায়িত্বই ছিল কুরআনকে কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া।
- কুরআনের তথ্যের বিপরীত কথা কখনই রসুল স.-এর কথা হতে পারে না। এ কথা কুরআন জানিয়ে দিয়েছে সুরা হাক্কার ৪৪-৪৭ নং আয়াতে।

তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়– কুরআনের পঠনপদ্ধতির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস তথা কুরআন পড়তে হবে ভাব প্রকাশ করে আবৃত্তির সুরে কথাটি সমর্থনকারী হাদীস অবশ্যই আছে। কিন্তু একটি বিষয়ে দু-একটি হাদীস খুঁজে পেলেই ঐ বিষয়ে হাদীসের রায় জানা হয়ে গেল বিষয়টি মোটেই এমন নয়। হাদীসের তথ্য ব্যবহার করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে হাদীস থেকে একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি অবশ্যই জানতে হবে। আমাদের গবেষণা অনুযায়ী হাদীস পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি ৪টি–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকল/Common sense/বিবেকের (আকলে সালিম) রায়ের বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)' (গবেষণা সিরিজ-১২) এবং 'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বোঝায় কি?' (গবেষণা সিরিজ-১৯) নামক বই দুটিতে।

প্রবাহচিত্র/মূলনীতিসমূহ সামনে রেখে চলুন এখন কুরআনের পঠনপদ্ধতি সম্পর্কে হাদীস জানা যাক–

**হাদীস-১.১**

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... ... عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ القُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، كَانَ أَجْوَدَ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ.

*ইমাম বুখারী রহ. ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুসা বিন ইসমাঈল থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, দানের ব্যাপারে রসুলুল্লাহ স. ছিলেন মানুষদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দরাজদিল। আর তাঁর এ দরাজদিল রমাদানে সর্বাপেক্ষা বেড়ে যেত। রমাদানের প্রত্যেক রাতেই জিবরাঈল আ. তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং রসুলুল্লাহ স. তাঁকে কুরআন عرض করে শোনাতেন। যখন তাঁর সাথে জিবরাঈল আ. সাক্ষাৎ করতেন তখন তাঁর দান বর্ষণকারী বাতাস অপেক্ষাও বেড়ে যেত।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১৯০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

**হাদীস-১.২**

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ القُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي العَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي العَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ.

*ইমাম বুখারী রহ. আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি খালিদ বিন ইয়াজিদ থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা রা.

বলেন, রসুলুল্লাহ স.-এর কাছে প্রত্যেক বছর (রমাদানে) কুরআন একবার عَرَضَ করা হতো। কিন্তু যে বছর তিনি ইন্তিকাল করেন সে বছর عَرَضَ করা হয় দুবার। তিনি প্রত্যেক বছর ই'তিকাফ করতেন ১০ দিন। কিন্তু ইন্তিকালের বছর ই'তিকাফ করেন ২০ দিন।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৪৯৯৮।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

**সম্মিলিত ব্যাখ্যা :** হাদীস দুটি থেকে জানা যায়, প্রত্যেক রমাদানে রসুলুল্লাহ স. জিবরাঈল আ.-কে কুরআন পড়ে শোনাতেন এবং জিবরাঈল আ.ও রসুলুল্লাহ স.-কে কুরআন পড়ে শোনাতেন। আর যে বছর রসুলুল্লাহ স. ইন্তিকাল করেন সে বছর তাঁকে দুবার পাঠ করে শোনানো হয়। হাদীস দুটিতে জিবরাঈল আ. রসুলুল্লাহ স.-কে এবং রসুলুল্লাহ স. জিবরাঈল আ.-কে যে পঠনপদ্ধতি অনুসরণ করে কুরআন শোনাতেন তা জানাতে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হলো عَرَضَ। কুরআনের পঠনপদ্ধতি জানাতে আল কুরআনে যে শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে এটি তা থেকে ভিন্ন।

Milton Cowan সম্পাদিত মু'জাম আল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ আল মুয়াসিরাহ (A Dictionary of Modern Written Arabic) অভিধানে عَرَضَ (আরজ) শব্দটির যে অর্থগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো–

- Presentation- উপস্থাপন করা, পেশ করা, কাউকে দিয়ে অভিনয় করানো।
- Demonstration- আবেগ-অনুভূতি খোলাখুলি প্রকাশ করে এমনভাবে উপস্থাপন করা, আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ্য অভিব্যক্তি সংবলিত উপস্থাপন, আবেগোচ্ছ্বাস উপস্থাপনা, সোচ্চার উপস্থাপনা।
- Staging- নাটক মঞ্চায়ন করার রীতি।
- Showing- প্রদর্শন করা, ফুটিয়ে তোলা।
- Performance- মঞ্চাভিনয়।
- Display- প্রদর্শন করা।
- Exposition- ব্যাখ্যাকরণ।
- Exhibition- প্রদর্শনী।

তাহলে عَرَضَ শব্দটির আভিধানিক অর্থ– ভাব প্রকাশ করে পড়া বা আবৃত্তি করা। তাই এ দুটি হাদীস থেকে জানা যায়– জিবরাঈল আ. আল্লাহর আদেশে রসুল স.-কে যে পদ্ধতি অনুযায়ী কুরআন পাঠ করে শোনাতেন তা হলো– যেখানে যে ভাব আছে সে ভাব প্রকাশ করে পড়া তথা আবৃত্তি করে পড়া।

**হাদীস-২.১**

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ.

*ইমাম বুখারী রহ. আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইবরাহীম বিন হামযাহ থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, আল্লাহ কোনো জিনিসকে অতটা পছন্দ করেন না, যতটা পছন্দ করেন কোনো নবীর উত্তম স্বরে শব্দ করে কুরআন পড়াকে।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৭৫৪৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

**হাদীস-২.২**

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدَارِمِيُّ ... ... ... عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا.

*ইমাম দারেমী রহ. বারা ইবনে আযিব রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন বকর রা. থেকে শুনে তার 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* বারা ইবনে আযিব রা. বলেন, আমি রসুলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– তোমরা কুরআনকে উত্তম স্বরে পড়ো, কারণ সুন্দর স্বর কুরআনের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেয়।

- দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ৩৫০১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

**সম্মিলিত ব্যাখ্যা :** হাদীস দুটি থেকে জানা যায়–

- উত্তম স্বরে কুরআন পড়া আল্লাহ তা'য়ালার সবচেয়ে বেশি পছন্দের বিষয়। অর্থাৎ এটি কুরআনের পঠনপদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
- উত্তম স্বর কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

তাই হাদীস দুটি অনুযায়ী কুরআনের পঠনপদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে 'উত্তম স্বর' বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। 'স্বর' (আওয়াজ) বিষয়টির গুরুত্বপূর্ণ দুটি অংশ হলো উচ্চারণ ও ভাব প্রকাশ। এর মধ্যে ভাব প্রকাশ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সঠিক ভাব প্রকাশ না করলে উচ্চারণ সঠিক হলেও অর্থ পাল্টে যায়। আর ভাব প্রকাশ সঠিক হলে উচ্চারণ ভুল

করলেও অর্থ বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না। সুতরাং হাদীস দুটি অনুযায়ী কুরআনের পঠনপদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে উচ্চারণ ও ভাব প্রকাশ অতীব গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়। আর এ দুটির মধ্যে সঠিক ভাব প্রকাশের গুরুত্ব বহুগুণে বেশি।

**হাদীস-৩.১**

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ، وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ: يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ.

*ইমাম বুখারী রহ. আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইয়াহইয়া বিন বুকাইর থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– আল্লাহ তা'য়ালা কোনো বিষয়ের প্রতি ঐরূপ কান পেতে শোনেন না, যত শোনেন নবীর সুর করে কুরআন পড়াকে। রাবী বলেন, এর অর্থ সুস্পষ্ট আওয়াজের সাথে কুরআন পাঠ করা।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৫০২৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

**হাদীস-৩.২**

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ.

*ইমাম বুখারী রহ. আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইসহাক থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– সে আমাদের দলের নয় যে সুর করে কুরআন পড়ে না।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৭৫২৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

**সম্মিলিত ব্যাখ্যা :** হাদীস দুটি থেকে সহজে বোঝা যায়– মহান আল্লাহ এবং রসুলুল্লাহ স. কুরআনকে সুর করে পড়ার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। সুর দুই ধরনের– গানের সুর ও আবৃত্তির সুর। এ দুই ধরনের সুরের কোনটিকে এখানে বোঝানো হয়েছে সেটি যেভাবে জানা যায়–

১. ২.১ ও ২.২ নং হাদীস দুটিতে উত্তম স্বরে কুরআন পড়াকে অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২. ৩.১ নং হাদীসটিতে রাবী আবু হুরায়রা রা. সুর করে কুরআন পড়া বলতে যা বোঝানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তা হলো– সুস্পষ্ট আওয়াজের সাথে কুরআন পাঠ করা। অর্থাৎ সুস্পষ্ট স্বরে কুরআন পাঠ করা।

৩. গানের সুরে– স্বরের চেয়ে সুরের গুরুত্ব অধিক। আর আবৃত্তির সুরে– সুরের চেয়ে স্বরের গুরুত্ব অনেক বেশি।

তাই হাদীস দুটিতে কুরআনকে সুস্পষ্ট করে ভাব প্রকাশসহ তথা আবৃত্তির সুরে পড়তে বলা হয়েছে। ভাব প্রকাশ ছাড়া সুর করে তথা গানের সুরে নয়।

**হাদীস-৪**

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ ... ... ... عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ مِنْ بَعْدِي قَوْمٌ يُرَجِّعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَالرَّهْبَانِيَّةِ وَالنَّوْحِ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، مَفْتُونَةٌ قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ.

*ইমাম বায়হাকী রহ. হুজায়ফা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৯ম ব্যক্তি আবুল হুসাইন বিন ফজল আল-কাত্তান থেকে শুনে তার 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে লিখেছেন–*

হুজায়ফা রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– কুরআন পড়ো আরবদের সুর ও স্বরে এবং দূরে থাকো গুনাহগার (ফাসিক) ও আহলি কিতাবদের সুর থেকে। শীঘ্রই আমার পর এমন লোকেরা আসবে যারা কুরআনে গান, সন্ন্যাসী ও বিলাপকারীদের সুর ধরবে, কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের মন হবে দুনিয়ার মোহগ্রস্ত এবং তাদের মনও যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে।

- বায়হাকী, শু'*আবুল ঈমান*, হাদীস নং ২৬৪৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

**হাদীসটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা**

**'কুরআন পড়ো আরবদের সুর ও স্বরে' অংশের ব্যাখ্যা :** স্বর বলতে বোঝায় উচ্চারণ ও ভাব প্রকাশ। তাই হাদীসটির এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– কুরআনকে পড়তে হবে আরবদের মতো উচ্চারণ ও ভাব প্রকাশ করে আবৃত্তির সুরে।

**'দূরে থাকো গুনাহগার (ফাসিক) ও আহলি কিতাবদের সুর থেকে' অংশের ব্যাখ্যা :** এ কথার মাধ্যমে গুনাহগার ব্যক্তি ও আহলি কিতাবদের সুর অনুসরণ

করে কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তবে সে সুর কোন সুর তা এ বক্তব্য থেকে সরাসরি জানা যায় না।

**'শীঘ্রই আমার পর এমন লোকেরা আসবে যারা কুরআনে গান, সন্ন্যাসী ও বিলাপকারীদের সুর ধরবে, কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না' অংশের ব্যাখ্যা :** কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না কথাটির অর্থ হলো বুঝতে না পারা। তাই হাদীসটির এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে রসুল স.-এর ইন্তিকালের কিছুদিনের মধ্যে এমনসব লোকদের আবির্ভাব হবে যারা কুরআন পড়বে এমন পদ্ধতিতে যার বৈশিষ্ট্য হবে–

১. সে পদ্ধতির সুর হবে গান, সন্ন্যাসী ও বিলাপকারীদের সুরের অনুরূপ।
২. সে পদ্ধতিতে অর্থ না বুঝেও কুরআন পড়া যাবে।

পদ্ধতিটির প্রথম বৈশিষ্ট্য হিসেবে সরাসরি গানের সুর বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটিও গানের সুরের বৈশিষ্ট্য। কারণ, গানের সুরই শুধু অর্থ না বুঝে প্রয়োগ করা যায়।

**'তাদের মন হবে দুনিয়ার মোহগ্রস্ত এবং তাদের মনও যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে' অংশের ব্যাখ্যা :** দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা অতিবড়ো গুনাহগার ব্যক্তি। তাই হাদীসটির এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যারা গানের সুরে কুরআন পড়বে এবং যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে তারা অতিবড়ো গুনাহগার ব্যক্তি।

**হাদীসটির সার্বিক শিক্ষা**

১. কুরআন গানের সুরে তথা প্রচলিত সুরে পড়া নিষেধ।
২. কুরআন পড়তে হবে আবৃত্তির সুরে।
৩. যারা গানের সুরে কুরআন পড়বে এবং যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে তারা বড়ো গুনাহগার ব্যক্তি।

**হাদীস-৫**

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ ... ... ... أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ، فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا: {أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ} [التين: ٨]، فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ، وَمَنْ قَرَأَ: لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَانْتَهَى إِلَى {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: ٤٠]،

فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَمَنْ قَرَأَ: وَالْمُرْسَلاتِ، فَبَلَغَ: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} [المرسلات: ٥٠]، فَلْيَقُلْ: آمَنَّا بِاللَّهِ.

*ইমাম আবূ দাউদ রহ. আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আয-যুহরী থেকে শুনে তার 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– তোমাদের মধ্যে যে কেউ সুরা তীন পড়ার সময় এই পর্যন্ত পৌঁছে أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (আল্লাহ কি আহকামুল হাকিমীন নন?) তখন সে যেন বলে وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ (নিশ্চয়ই আমিও এর সাক্ষ্য প্রদানকারীদের মধ্যে আছি) এবং যখন أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى পড়ে আর এ পর্যন্ত পৌঁছে لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন?) তখন সে যেন বলে بَلَى (নিশ্চয়)। আর যখন সে সুরা মুরছালাত পড়ে এবং এ পর্যন্ত পৌঁছে فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ তখন সে যেন বলে آمَنَّا بِاللَّهِ (আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম)।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং ৮৮৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

**ব্যাখ্যা :** হাদীসটি থেকে জানা যায়– রসুল স. কুরআনের একটি আয়াত পড়ার পর সাহাবীগণকে তার উত্তর দিতে বলেছেন এবং কী উত্তর দিতে হবে তাও বলে দিয়েছেন। উত্তরগুলো পর্যালোচনা করলে সহজে বোঝা যায়, ঐ ধরনের উত্তর শুধু তখনই হয় যখন আয়াতগুলোকে ভাব প্রকাশ করে পড়া হয়। অর্থাৎ আবৃত্তি করা হয় বা আবৃত্তির সুরে পড়া হয়। তাই এ হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– কুরআনকে আবৃত্তি করে পড়তে হবে।

**হাদীস-৬**

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... ... عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا، فَقَالَ: لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} [الرحمن: ١٣] قَالُوا: لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ.

*ইমাম তিরমিযী রহ. জাবির রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবদুর রহমান বিন ওয়াকিদ থেকে শুনে তার 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির রা. বলেন, একদিন রসুলুল্লাহ স. তাঁর সাহাবীদের কাছে পৌঁছলেন এবং সুরা আর রহমান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লেন। সাহাবীগণ শুনে চুপ রইলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি এটা লাইলাতুল জ্বিন (জ্বিনের রাত্রে) জ্বিনদের কাছে পড়েছি, তারা তোমাদের চেয়ে এর ভালো উত্তর দিয়েছে। আমি যখনই 'তোমাদের প্রভুর কোন নি'য়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?' পর্যন্ত পৌঁছেছি তখনই তারা বলে উঠেছে لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ (হে প্রভু! আমরা তোমার কোনো নি'য়ামতকেই অস্বীকার করি না। তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা)।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ৩২৯১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

**ব্যাখ্যা :** ৫ নং হাদীসটির অনুরূপ ব্যাখ্যা করে এ হাদীসটির আলোকেও বলা যায়– কুরআনকে আবৃত্তি করে পড়তে হবে।

**হাদীস-৭**

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ ... ... ... عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَفِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، وَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ، وَلَا بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ.

*ইমাম আবু দাউদ রহ. হুজাইফা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আয-যুহরী থেকে শুনে তার 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– তিনি নবী করিম স.-এর সাথে সালাত পড়েছেন। তিনি রুকুতে গেলে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ পড়তেন এবং সিজদায় গেলে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى পড়তেন। যখন তিনি আল্লাহর রহমতসূচক কোনো আয়াতে পৌঁছতেন তখনই অগ্রসর হওয়া বন্ধ করে রহমত প্রার্থনা করতেন। এভাবে যখনই তিনি আজাবের আয়াতে পৌঁছতেন, তখন পড়া বন্ধ করে আজাব থেকে পানাহ চাইতেন।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং ৮৭১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

**ব্যাখ্যা :** এটি একটি ফে'য়লী (রসুল স.-এর কর্মবিষয়ক) হাদীস। ৫ নং হাদীসটির মতো ব্যাখ্যা করে এ হাদীসটির আলোকেও বলা যায়– কুরআনকে আবৃত্তি করে পড়তে হবে।

**হাদীস-৮.১**

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ... أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ.

*ইমাম বুখারী রহ. ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি সাঈদ বিন উফাইর থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসুল স. বলেন– জিবরাঈল আ. আমাকে এক আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পড়িয়েছেন। এরপর আমি তাঁকে ভিন্নভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণে পাঠ করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলাম এবং বারবার ভিন্নভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণে পাঠ করার জন্য ক্রমাগত অনুরোধ করতে থাকলে তিনি আমার জন্য তিলাওয়াতের পদ্ধতি বাড়িয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সাত আঞ্চলিক ভাষায় তিলাওয়াত করে পাঠ সমাপ্ত করলেন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৪৯৯১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

**হাদীস- ৮.২**

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ... أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ، لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاَةِ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: كَذَبْتَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْسِلْهُ، اقْرَأْ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ القِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ القِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

*ইমাম বুখারী রহ. উমর ইবনু খাত্তাব রা.-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি সাঈদ বিন উফাইর থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* উমর ইবনু খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হিশাম ইবনু হাকীম রা.-কে রসুল স.-এর জীবদ্দশায় সুরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছি এবং গভীর মনোযোগ সহকারে আমি তার কিরায়াত শুনেছি। তিনি অতিরিক্ত (ভিন্ন) আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন পাঠ করছিলেন; অথচ রসুল স. আমাকে এভাবে শিক্ষা দেননি। একারণে সালাতের মাঝে আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্যত হয়ে পড়েছিলাম কিন্তু বড়ো কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। তারপর সে সালাম ফেরালে আমি চাঁদর দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে এ সুরা যেভাবে পাঠ করতে শুনলাম এভাবে তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে? সে বললো, রসুল স.-ই আমাকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বললাম– তুমি মিথ্যা বলছো। কারণ, তুমি যে পদ্ধতিতে পাঠ করেছো, এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে রসুল স. আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

এরপর আমি তাকে জোর করে টেনে রসুল স.-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম– আপনি আমাকে সুরা ফুরকান যে পদ্ধতিতে পাঠ করতে শিখিয়েছেন এ লোককে আমি এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে তা পাঠ করতে শুনেছি। একথা শুনে রসুল স. বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। হিশাম! তুমি পাঠ করে শোনাও। তারপর সে সেভাবেই পাঠ করে শোনালো, যেভাবে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছি। তখন রসুলুল্লাহ স. বললেন, এভাবেই নাযিল করা হয়েছে।

এরপর বললেন, হে উমর! তুমিও পড়ো। সুতরাং আমাকে তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবেই আমি পাঠ করলাম। এবারও রসুলুল্লাহ স. বললেন, এভাবেও কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এ কুরআন সাত আঞ্চলিক ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের জন্য যা সহজতর সে পদ্ধতিতেই তোমরা পাঠ করো।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৪৯৯২।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

**সম্মিলিত ব্যাখ্যা :** হাদীস দুটির আলোকে সহজে বলা যায়–

১. জিবরাঈল আ. সাত আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করে রসুল স.-কে শুনিয়েছেন।

২. রসুল স. সাত আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করে সাহাবায়ে কিরামগণকে শুনিয়েছেন।

৩. সাহাবীগণ সাত আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করেছেন।

তাই এ ৩টি হাদীস অনুযায়ী বলা যায়– আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন পড়া বৈধ।

**হাদীস-৯**

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ... عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَتْ مَدًّا، ثُمَّ قَرَأَ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة:١] يَمُدُّ بِبِسْمِ اللَّهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ.

*ইমাম বুখারী রহ. আনাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি আমর বিন আসিম থেকে শুনে তার 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* সনদের ২য় ব্যক্তি তাবেয়ী কাতাদাহ রহ. বলেন, আনাস রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো– রসুলুল্লাহ স.-এর কুরআন পাঠ কেমন ছিল? তিনি বললেন, সেখানে মদ (টান) ছিল। অতঃপর আনাস রা. বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়লেন (এবং) টানলেন বিসমিল্লাহতে, রহমানে এবং রহীমে।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৫০৪৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

**ব্যাখ্যা :** হাদীসটি থেকে বোঝা যায়, রসুল স. কুরআন পড়ার সময় মদ্দের অক্ষরের বা চিহ্নের স্থানে টেনে পড়তেন। কিন্তু সেই টানের সময়ের একক (Unit) কী হবে তা তিনি কখনও বলেননি। তাই কুরআন তিলাওয়াতে টান দেওয়ার সময় টানের একক হিসেবে যার যা ইচ্ছা ধরতে পারে। কিন্তু টানের পরিমাণ বাড়ানোর সময় ঐ এককের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে হবে।

**টানের ক্ষেত্রে মনে রাখার বিষয় হলো–**

১. তিন বা চার আলিফ টান শুধুমাত্র কুরআনের তিলাওয়াতকে শ্রুতিমধুর করার জন্য। এতে অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না।
২. এক আলিফ টান অর্থ পরিবর্তন হওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত।
৩. তিন বা চার আলিফ টানের মাত্রা এত বেশি হওয়া সঠিক নয় যে তা গানের সুরে পরিণত হয়।

**উল্লিখিত হাদীসসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা**

উল্লিখিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়–

১. কুরআনকে পড়তে হবে আবৃত্তির সুরে। অর্থাৎ যেখানে যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে সে ভাব প্রকাশের সুর করে।
২. একই ভঙ্গিতে সুর করে তথা গানের সুরে কুরআন পড়া ইসলাম বিরোধী পদ্ধতি।
৩. আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করা বৈধ।

## কুরআনকে আবৃত্তির সুরে পড়ার পদ্ধতি চালু হলে যে সব কল্যাণ হবে

চলুন এখন পর্যালোচনা করা যাক, বর্তমান মুসলিম জাতি যদি কুরআনকে একই ভঙ্গিতে সুর করে তথা গানের সুরে পড়া ছেড়ে দিয়ে আবৃত্তির সুর তথা যেখানে যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে পড়া শুরু করে তবে যে কল্যাণ হবে–

**কল্যাণ-১**

ইবলিস শয়তানের ১ নং কাজ ব্যর্থ হবে। ইবলিস শয়তানের ১ নং কাজ হলো মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা। আর এ কাজে কৃতকার্য হওয়ার জন্য মুসলিমরা কুরআন পড়া ছেড়ে দিক এটা শয়তানের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। শয়তানের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো মুসলিমরা পড়ার এমন পদ্ধতি অনুসরণ করুক যাতে তারা অর্থ না জেনেও কুরআন পড়তে পারে। কারণ, এতে মুসলিম পাঠক কুরআন পড়ছে বলে সন্তুষ্ট থাকবে কিন্তু সে কুরআনের শিক্ষা জানতে পারবে না। ফলে তাকে ধোঁকা দেওয়া শয়তানের জন্য সহজ হবে। প্রচলিত সুরে তথা একই ভঙ্গিতে সুর করে কুরআন পড়ার পদ্ধতিটি অর্থ না জানলেও অনুসরণ করা যায়। কিন্তু আবৃত্তির সুরে পড়ার পদ্ধতিটি অর্থ না জানলে অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

**কল্যাণ-২**

কুরআন যিনি পড়বেন এবং যিনি শুনবেন উভয়েরই ঈমান বেড়ে যাবে। এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো– চেম্বারের দিনে মাগরিবের সালাতে সাধারণত আমি ইমামতি করি। সালাতে কুরআন তিলাওয়াতের সময় আমি আবৃত্তি করে তথা যেখানে যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে তিলাওয়াত করি। সালাত শেষে অনেক মুসল্লি আমাকে বলেছেন– 'আজ জীবন্ত কুরআন শুনলাম'। সুবহানাল্লাহ।

সমাজে কুরআনের জ্ঞানী লোকের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। কুরআনে আছে ইসলামের সকল মৌলিক বিষয়। তাই যে কথা কুরআন বিরোধী বা যে কথা কুরআনে নেই সে কথাকে ইসলামের মৌলিক কথা বলে ঐ লোকদেরকে গ্রহণ করানো যাবে না। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **'আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়'** (গবেষণা সিরিজ-৮) নামক বইটিতে। আর ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সঠিকভাবে জানতে ও বুঝতে পারলে অনেক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার লোকও খাঁটি মুসলিম হয়ে যাবে।


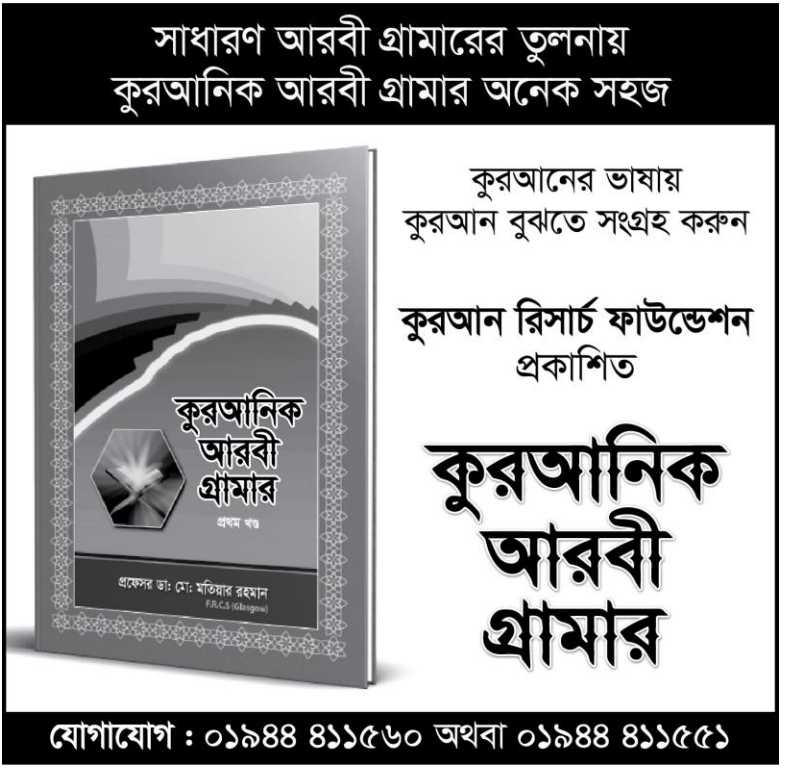

## আল কুরআনে যতিচিহ্ন দেওয়া বৈধ হবে কি না

বর্তমানে আল কুরআনে যতিচিহ্ন (ভাব প্রকাশকারী চিহ্ন) নেই। আল কুরআনে যতিচিহ্ন দেওয়া উচিত বা বৈধ হবে কি না এ বিষয়ে কিছু আলোচনা না করলে লেখাটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। বিষয়টির ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে হলে প্রথমে আল কুরআন সংকলনের ইতিহাস জানা দরকার।

কুরআনের একটি আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে রসুল স.-এর কাতিবগণ (লেখকগণ) তা খেজুর গাছের পাতা, হাড়, পাথরখণ্ড, চামড়া ইত্যাদির ওপর লিখে নিতেন এবং সাহাবীগণ সাথে সাথে তা মুখস্থ করে নিতেন। এভাবে রসুল স.-এর জীবদ্দশায় পুরো কুরআন বিচ্ছিন্নভাবে লিখে রাখা হয়েছিল এবং তা মুখস্থও করে রাখা ছিল।

রসুল স.-এর ইন্তিকালের পর কয়েকটি যুদ্ধে অনেক কুরআনের হাফিজ শহীদ হওয়ার পর হযরত ওমর রা. প্রথমে চিন্তা করেন যে, কুরআন সংরক্ষণের জন্য শুধু হাফিজদের ওপর নির্ভর করে না থেকে তা সংকলন আকারে কাগজের পাতায় লিপিবদ্ধ অবস্থায় থাকাও দরকার। বিষয়টি তিনি তৎকালীন খলিফা হজরত আবু বকর রা.-এর কাছে উপস্থাপন করলে চিন্তাভাবনা করে তিনিও এ বিষয়ে সম্মত হন এবং রসুল স.-এর কাতিব যায়েদ রা.-কে এ ব্যাপারে দায়িত্ব দেন। যায়েদ রা. কুরআনের লিখে রাখা বিচ্ছিন্ন অংশ, হাফিজ সাহাবীদের মুখস্থ করে রাখা কুরআন এবং অন্য সাহাবীদের মুখস্থ থাকা কুরআনের অংশের সাহায্য নিয়ে নির্ভুলতার ব্যাপারে ১০০% নিশ্চিত হয়ে পুরো কুরআন কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। সে কুরআন হজরত হাফসা রা.-এর দায়িত্বে রেখে দেওয়া হয়। এরপর হযরত উসমান রা. প্রথম কুরআনটির একাধিক অনুলিপি করে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেন। সেই কুরআনের অনুলিপিই আজ সারা বিশ্বে রয়েছে।

প্রথমে কুরআনে কোনো হরকত অর্থাৎ নোকতা, জের, জবর, পেশ, সাকিন, তাশদিদ ইত্যাদি ছিল না। আরব ভাষাভাষীদের তাতে কুরআন পড়তে অসুবিধা হতো না। কিন্তু অনারব মুসলিমদের হরকত না থাকায় কুরআন

পড়তে অসুবিধা হতে থাকে এবং এ কারণে ভুল পড়ার জন্য আবার কুরআনের অর্থের কিছু পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই কুরআনে হরকত দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব করেন বসরার (ইরাক) গভর্নর জিয়াদ। জিয়াদ ৪৫ থেকে ৫৬ হিজরী পর্যন্ত গভর্নর ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের আমলে (৬৫-৮৬ হিজরী) ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কুরআনে নোকতা, জের, জবর, পেশ, সাকিন, তাশদিদ ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ঐ হরকত ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং বর্তমানে সকল কুরআন ঐ হরকত দিয়েই লেখা হয়।

কুরআন সংকলনের এ ইতিহাস থেকে জানা যায়, রসুল স.-এর যুগে না থাকা সত্ত্বেও জাতির কল্যাণের কথা খেয়াল করে তথা অনারবদের উচ্চারণগত ত্রুটির কারণে কুরআনের অর্থের পরিবর্তন রোধে আল কুরআনে নোকতা, জের, জবর, পেশ, সাকিন, তাশদিদ ইত্যাদি যোগ করা হয়েছে এবং জাতি তা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে নিয়েছে।

ইতিপূর্বে উপস্থাপিত তথ্যসমূহের মাধ্যমে আমরা জেনেছি– কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর রায় অনুযায়ী কুরআনকে পড়তে হবে যথাযথ ভাব প্রকাশের সুর করে অর্থাৎ আবৃত্তির সুরে। আর এভাবে কুরআন পড়তে হবে সঠিক অর্থ প্রকাশ পাওয়া ও যথাযথভাবে মনের ভাবের পরিবর্তন হওয়ার জন্য। অনারব মুসলিমদের যথাযথ ভাব প্রকাশ করে কুরআন পড়া অনেক সহজ হবে যদি প্রতিটি আয়াতের শেষে সঠিক ভাব প্রকাশকারী যতিচিহ্ন দেওয়া হয়। তাই কুরআনে হরকত দেওয়ার মতো জাতির প্রভূত কল্যাণের জন্যই ভবিষ্যতে কুরআনে প্রতিটি আয়াতের শেষে যথাযথ যতিচিহ্ন দেওয়া বিশেষভাবে জরুরি বলে আমরা মনে করি।

## শেষ কথা

সুধী পাঠক! আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে নিজস্ব কোনো মত আপনাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা আমার বিন্দুমাত্র নেই। আর ইসলামের কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো অবস্থানেও আমি নই। আমি শুধু চেষ্টা করেছি– আলোচ্য বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর যে তথ্যগুলো অনুসন্ধানের সময় আমার সামনে এসেছে, তা সহজভাবে ব্যাখ্যা করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে। আর এটা করতে প্রত্যেক মুসলিমকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করি, পুস্তিকার উল্লিখিত তথ্যগুলো জানার পর জাতির প্রতি দরদ আছে এবং বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন না এমন সকল Common sense জাগ্রত থাকা পাঠকের পক্ষে কুরআন কোন পদ্ধতিতে পড়তে হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসা কঠিন হবে না।

আর যারা ইসলামের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার অবস্থানে আছেন তাদের কাছে আমার আকুল আবেদন, পুস্তিকায় উল্লিখিত তথ্যগুলো পর্যালোচনা করে বর্তমানের চরম অধঃপতিত মুসলিম জাতিকে আলোচ্য বিষয়ে নতুন করে দিকনির্দেশনা দেওয়া যায় কি না তা গভীরভাবে ভেবে দেখুন। কারণ, পরকালে আমার থেকে তাদেরকেই মহান আল্লাহর কাছে বেশি জবাবদিহি করতে হবে বলে আমার মনে হয়।

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সকল বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর এবং সঠিক তথ্যকে গ্রহণ করে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফিক ও মনোবল দান করুন। আমিন, ছুম্মা আমিন!

**সমাপ্ত**

# কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

# গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবনবিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবনবিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবনব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর গভীর ষড়যন্ত্র
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
৪৩. হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্য

# প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬
- **ইউকা ক্যাম্পাস**
  বাড়ি : ১২, রোড : এভিনিউ-৮, ব্লক : এম, বনশ্রী, ঢাকা-১২১৯।
  ফোন : ০২২২৪৪০৫৮২৮, ০১৭৫৫ ৩০৯৯০৭, ০১৪০৭ ০৬৩৪৩১

**এছাড়াও পাওয়া যায়–**

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস :** হোল্ডিং নং– ১৬৮/১, ওয়ার্ড নং– ৮, সিপাইপাড়া, মেডিকেল কলেজ রোড, রাজপাড়া, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া অফিস :** নুর ভিলা, হাউস নং-১৯, হোল্ডিং নং-৯৯৪, ওয়ার্ড নং-১২, ঠনঠনিয়া পশ্চিমপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া-৫৮০০। ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০, ১৩০০০৯০৮৬২
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২ হাজী মহসিন রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর**, মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

# ব্যক্তিগত নোট

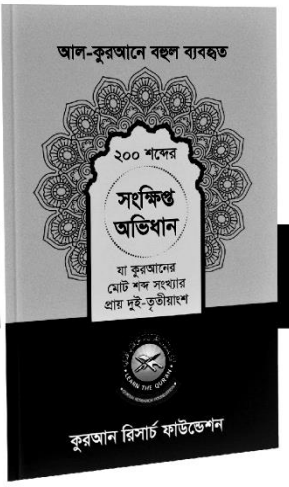


আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত

**২০০ শব্দের**

# সংক্ষিপ্ত অভিধান

যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

**কুরআন পড়তে কুরআন বুঝতে**
**সাথে রাখুন সবসময়...**

**যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১**

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

## মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

**যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১**